Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ
## খৃস্টানদের আকিদার অসারতা, কুর'আন ও বাইবেলের আলোকে তাওহীদ ও শিরক


তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তামান্না আক্তার

রোলঃ ২১৫০০১০০৬


১০ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### রিসার্চের বিষয়ঃ

# খৃস্টানদের আকিদার অসারতা, কুর'আন ও বাইবেলের আলোকে তাওহীদ ও শিরক

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তামান্না আক্তার

রোলঃ ২১৫০০১০০৬

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

**প্রত্যয়ন পত্র**

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "খৃস্টানদের আকিদার অসারতা, কুর'আন ও বাইবেলের আলোকে তাওহীদ ও শিরক" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তামান্না আক্তার, আইডিঃ ২১৫০০১০০৬ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " খৃস্টানদের আকিদার অসারতা, কুর'আন ও বাইবেলের আলোকে তাওহীদ ও শিরক " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

**তামান্না আক্তার**

আইডিঃ ২১৫০০১০০৬

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র


| বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা সংখ্যা |
|---|---|
| ভূমিকা | ৫ |
| খৃস্টানদের আকিদা বিশ্বাস (ত্রিত্ববাদ) ও কুর'আনুল কারীমে তার খন্ডন | ৬ |
| কুর'আন ও বাইবেলের আলোকে "তাওহীদ" | ১৪ |
| আল কুর'আনে তাওহীদ | ১৪ |
| Bible–Old Testament (Prophet Moses, Isaiah, David) | ১৫ |
| New Testament | ১৬ |
| শির্ক -(Idolatry) | ১৭ |
| শিরকের ভয়াবহতা (শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ) | ১৭ |
| সাধারণ প্রশ্ন উত্তর | ২১ |
| দাওয়াহ্ দেওয়ার পদ্ধতি | ২৬ |
| উপসংহার | ৫৭ |

# ভূমিকা

সকল প্রশংসা সেই মহান স্রষ্টার, যিনি জ্বীন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তারই ইবাদত করার জন্য। দূরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। পরিপূর্ণ রহমত নাযিল হোক সাহাবায়ে কেরাম ও আজ পর্যন্ত ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গকারী ও ত্যাগ স্বীকারকারী মহা মনীষীদের প্রতি।

আমাদের বর্তমান সমাজে খৃস্টান মিশনারীরা খুব সহজেই সহজ সরল, আর্থিকভাবে দূর্বল, এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞ্যানসম্পন্ন মানুষদের নিজেদের জালে ফাঁসিয়ে ঈমানহারা করছে। শুধু বিষয়টা এমন নয় যে উনারা শুধু মুসলিমদের ধোঁকা দিয়ে ঈমানহারা করছে, বরং যুগযুগ ধরে তারা ঈসা (আ:) অর্থাৎ যীশুর উপর প্রেরিত ধর্মের মধ্যে বিকৃতি এনে, নিজেদের ইচ্ছামত মনগড়া কথা বাইবেল বলে চালিয়ে দিয়ে, ত্রিত্ববাদের মত জঘন্য আকিদার প্রচার করে সরলমনা খৃস্টানদেরও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত রেখেছে। তাই এই থিসিস পেপারে আমি স্বল্প পরিসরে খৃস্টানদের বর্তমান আকিদা বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসের অসারতা নিয়ে কুর'আনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কিভাবে এর খন্ডন করেছেন, এরপর বাইবেল ও কুর'আনের আলোকে তাওহীদ ও শিরকের আলোচনা, সাধারণ কিছু প্রশ্নউত্তর এবং খৃস্টানদের মাঝে দাওয়াহ দেওয়ার কিছু পদ্ধতি সম্পর্কে লিখার চেষ্টা করেছি। আশা করছি এই তথ্যগুলোর দ্বারা দ্বীনের দাঈ হতে ইচ্ছুক মানুষদের কিছুটা হলেও উপকার হবে।

এই থিসিস পেপারটি তৈরি করতে যারা সাহায্য করেছেন, বিশেষ করে দিক নির্দেশনার জন্য উস্তাদ ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার  মারছুছ (হাফি:), এবং উস্তাদ সাইফুদ্দিন শাকিল (হাফি:), উস্তাদ আরিফুল ইসলাম (হাফি:) (তথ্যসূত্র দিয়ে), আমার টিম মেম্বাররা, এবং ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার সাথে যুক্ত প্রত্যেকের জন্যই মন থেকে দু'য়া থাকলো। আল্লাহ যেন সবাইকে উভয় জাহানের কামিয়াবি ও নিরাপত্তা দান করেন। প্রকৃত দ্বীনের দাঈ হিসেবেই যেন আল্লাহ মৃত্যু দেন।

সবশেষে বলবো এই থিসিস পেপারে যত ভালো কিছু আছে তা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার পক্ষ থেকে এবং যদি কিছু মন্দ থেকে থাকে তবে তা আমার এবং শয়তানের পক্ষ থেকে।

## খৃস্টানদের আকিদা বিশ্বাস (ত্রিত্ববাদ) ও কুর'আনুল কারীমে তার খন্ডন

ত্রিত্ববাদ বা (Trinity) অর্থ (the unity of Father, Son, and Holy Spirit as three persons in one Godhead): এক ইশ্বরের মধ্যে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই তিন ব্যক্তির মিলন। এর ব্যাখ্যায় ঈসায়ী ধর্মগুরুরা বলেন-

There is exactly one God. There are three really distinct Persons- Father, Son, and Holy Spirit. Each of the Persons is God. The Father is God. The Son is God. The Holy Spirit is God. The Father is not the Son. The Son is not the Holy Spirit. The Father is not the Holy Spirit.(http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/beliefs/trinity_1.shtml)

একজন ইশ্বর বিদ্যমান, সম্পূর্ণ পৃথক ভিন্ন ভিন্ন তিনজন ব্যক্তি বিদ্যমান; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। তিনজনের প্রত্যেক ব্যক্তিই ইশ্বর। পিতা ইশ্বর, পুত্র ইশ্বর এবং পবিত্র আত্মাও ইশ্বর। পিতা পুত্র নন, পুত্র পবিত্র আত্মা নন, পিতা পবিত্র আত্মা নন।

খ্রিষ্টান পন্ডিতগণ সকলেই একমত যে ত্রিত্ববাদ বা Trinity শব্দটি বাইবেলের পুরাতন বা নতুন নিয়মের কোথাও নেই। খৃস্টের কোন বাক্যে কখনও এই শব্দটি বা এই অর্থের কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। এমনকি খৃস্টের প্রেরিতগণ, শিষ্যগণ বা তাদের শিষ্যগণও কখনও এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেন নি। মূলত দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীতে এই পরিভাষাটির জন্ম। কে এই পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন তাও নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। খৃস্টান পণ্ডিতরা মনে করেন যে, দ্বিতীয় তৃতীয় খৃস্টীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু কার্থেজের প্রেসবিটার Presbyter) টার্টোলিন (Tertullian) যিনি ২২০ খৃস্টাব্দের পর মৃত্যুবরণ করেন, তিনিই সর্বপ্রথম এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। তখনও এই পরিভাষাটির অর্থ ও ব্যবহার স্পষ্ট ছিল না। সত্যিকার অর্থে বিগত ২০০০ বৎসরে কখনও এই পরিভাষাটির অর্থ স্পষ্ট হয় নি। খৃস্ট ধর্মের অগণিত দল, উপদল ও মতভেদ মূলত এই বিশ্বাসটির ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে। প্রথম খৃস্টীয় শতকগুলোতে

অনেক খৃস্টান সম্প্রদায়ই একেশ্বরবাদী ছিলেন। মানুষ ইশ্বর হতে পারেন বা ইশ্বর মানুষের দেহ গ্রহণ করতে পারেন, এরূপ বিশ্বাস কখনই খৃস্টানদের মধ্যে ছিল না। তবে পোত্তলিক রোমানদের মধ্যে এরকম বিশ্বাস অতি প্রচলিত ছিল। তারা সম্রাটকেও ইশ্বর বা ইশ্বরের প্রতিভু হিসেবে পূজো করতেন। এছাড়া গ্রীক দর্শনভিত্তিক রোমান ধর্মে প্রজ্ঞা (Logos)কে ইশ্বরের প্রকাশ বলে বিশ্বাস করা হত। পৌল ও প্রথম যুগের কিছু খৃস্টান গুরু এ সকল বিশ্বাসকে ভিত্তি করে প্রথমে "যীশুর" ইশ্বরত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন। এরপর এই বিশ্বাসের সাথে 'একত্ববাদের' সমন্বয় এবং যীশুর ইশ্বরত্বের সাথে মানবত্বের সমন্বয় করার ক্রমাগত প্রচেষ্টার চূড়ান্ত রূপ হলো আজকের এই ত্রিত্ববাদ।

**ত্রিত্ববাদ বিষয়ে বিবিসির খৃস্টধর্ম বিষয়ক ওয়েবসাইটের ভাষ্য**

The Trinity is a controversial doctrine; many Christians admit they don't understand it, while many more Christians don't understand it but think they do. .... The doctrine of the Trinity is one of the most difficult ideas in Christianity, but it's fundamental to Christians ... This idea that three persons add up to one individual seems like nonsense. And logically, it is.

(www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/beliefs/trinity_1.shtml)

'ত্রিত্ববাদ একটি বিতর্কিত মতবাদ; অনেক খৃস্টানই এটা স্বীকার করেন যে, তারা তা বুঝে না। অন্যান্য অধিকাংশ খৃস্টানরা এটা বুঝেন বলে ধারণা করেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা তা বুঝেন না। ত্রিত্ববাদী বিশ্বাস খৃস্টধর্মের সবচেয়ে কঠিন বিশ্বাসগুলোর মধ্যে অন্যতম; যদিও খৃস্টানদের জন্য এটি মূল বিষয়। "তিনজন ব্যক্তি একত্রিত হয়ে একক ব্যক্তিত্ব তৈরি করেছেন"- এরূপ ধারণা ননসেন্স বা নির্বোধ প্রলাপ বলেই প্রতীয়মান হয়। আর যুক্তির বিচারে তা নির্বোধ প্রলাপই বটে।'

আর এই ননসেন্স ধারণা নিয়েই বিগত ২০০০ বৎসর ধরে খৃস্টানদের যত দলাদলি খুনোখুনি। 'অবতারবাদ' বা মানুষরূপে ইশ্বরের (God incarnate) বিশ্বাস হিন্দুধর্মেও রয়েছে। হিন্দুরা খুব সহজভাবেই কৃষ্ণকে ইশ্বরের অবতার

(God incarnate)বলে বিশ্বাস করেন। এর ব্যাখ্যা চাইলে তারা অতি সহজে বলবেন যে, ইশ্বর মানুষরূপে এসেছিলেন- ইত্যাদি। খৃস্টানগণ যীশুকে ইশ্বরের অবতার (God incarnate)বলে বিশ্বাস করেন। কিন্তু আল্লাহর একত্ব, ঈসা মাসীহের প্রেরিতত্ব (রাসূলত্ব) ও মনুষ্যত্ব বিষয়ক কিতাবুল মুকাদ্দাসের এবং ঈসা মাসীহের অগণিত সুস্পষ্ট বক্তব্য বাতিল করে 'ত্রিত্ববাদ প্রমাণ করতে যেয়ে তারা গলদঘর্ম হয়ে পরেন।

আমরা দেখেছি পোলীয় খৃস্টধর্মে শরীয়ত, ইবাদাত ইত্যাদির গুরুত্ব নেই। যাজকগণ ধর্মকর্মের সবকিছু ছাড় দিতে প্রস্তুত। তবে একটি বিষয়ে তারা ছাড় দিতে রাজী হন নি ; তা হলো ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের একটি শব্দ নিয়ে সামান্য দ্বিধা করলেই তাকে অভিশাপ দেওয়া থেকে শুরু করে আগুনে পুরিয়ে মারা! এই বিশ্বাসটি এত অযৌক্তিক ও উদ্ভট যে, খৃস্টান প্রচারকগণ নতুন খৃস্টানদেরকে তা খুলে বলেন না। আমি এখানে খৃস্টানদের মূল কালেমা বা বিশ্বাসের সাক্ষ্য বা নাইসীন ক্রীড (Nicene creed) হুবহু উল্লেখ করছি;

We believe in one God, the Father Almighty, Maker of all thing, visible and invisible; and in one Lord Jesus Christ, the Son of God, the only begotten of the Father, that is, of the substance of the Father; God of God, light of light, true God of true God; begotten, not made, consubstantial with the Father, by whom all things were made, both in heaven and in earth; who for us men, and for our salvation, descended, was incarnate, and was made man, and suffered, and rose again the third day: he ascended into heaven, and shall come to judge the living and the dead; And in the Holy Spirit. But the holy catholic and apostolic Church of God anathematizes

those who affirm that there was a time when the Son was not, or that he was not before he was begotten, or that he was made of things not existing: or who say, that the Son of God was of any other substance or essence, or created, or liable to change or conversion.

"আমরা বিশ্বাস করি এক ইশ্বরে, সর্বশক্তিমান পিতা সবকিছুর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্য; এবং একজন প্রভু যীশু খৃস্টে ইশ্বরের পুত্র, পিতার একমাত্র জন্ম দেওয়া (ঔরসজাত)পুত্র (only begotten Son), অর্থাৎ পিতারই জাত বা,সত্ত্বা থেকে, ইশ্বর থেকে ইশ্বর, আলো থেকে আলো, সত্য ইশ্বর থেকে সত্য ইশ্বর, জন্ম দেওয়া (begotten ;ঔরসজাত) সৃষ্ট নয়; পিতার সাথে মূলগত বা সারবস্তুতে এক; যার দ্বারা সকলকিছু সৃষ্ট; আসমানে ও যমীনে, যিনি আমাদের মানুষদের জন্য এবং আমাদের পরিত্রাণের জন্য অবতরণ করেন, দেহ ধারণ করেন, তাকে মানুষ বানানো হয়, তিনি দুঃখভোগ করেন এবং তৃতীয় দিনে পুনরায় উত্থান করেন, তিনি স্বর্গে উঠেন এবং জীবিত ও মৃতদের বিচার করতে আবার আগমন করবেন, এবং পবিত্র আত্মায়। কিন্তু পবিত্র মহা সম্মেলন ও শিষ্যদের অনুসারী মণ্ডলী অভিশাপ দিচ্ছে তাদেরকে যারা দাবী করে যে, পুত্র অনাদি নন- এক সময় ছিল যখন পুত্র বিদ্যমান ছিল না, অথবা তাকে জন্ম দেওয়ার আগে তার অস্তিত্ব ছিল না, অথবা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে অনাদি কোনো বস্তু দ্বারা; অথবা যারা বলে যে ইশ্বরের পুত্র অন্য কোনো বস্তু বা সারবস্তু; অথবা তিনি সৃষ্ট, অথবা তিনি পরিবর্তনযোগ্য বা রূপান্তরযোগ্য। " (A Historical View of the Council of Nice, p 44)

[প্রয়োজনে the creed লিখে ইন্টারনেটে সার্চ করুন।]

কিভাবে সম্পূর্ণ তিনজন পৃথক ব্যক্তি একজন হলেন তা কখনই ত্রিত্ববাদীরা বুঝতে বা বুঝাতে পারেন নি। খৃস্টান প্রচারকরা বলে থাকেন যেমন মাংস, অস্থি ও রক্ত এই তিন বস্তু দিয়ে মানবদেহ তৈরি; তেমনিই পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার সমন্বয়ে আল্লাহ! সম্ভবত তিনি জানেন ও না যে, এই কথা বলার সাথে সাথে ত্রিত্ববাদী বিশ্বাস অনুসারে তিনি কাফির হয়ে গেছেন। কারণ ত্রিত্ববাদে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এক ইশ্বরের তিন অঙ্গ বা অংশ নন; বরং তারা প্রত্যেকে পৃথক ইশ্বর!

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় 'ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে তার থেকে কিছু উল্লেখ করছি:

Neither the word Trinity nor the explicit doctrine appears in the New Testament, nor did Jesus and his followers intend to contradict the Shema in the Old Testament: "Hear, OIsrael: The Lord our God is one Lord" (Deuteronomy 6:4). The earliest Christians, however, had to cope with the implications of the coming of Jesus Christ and of the presumed presence and power of God among them, i.e, the Holy Spirit, whose coming was connected with the celebration of the Pentecost. The Father, Son, and Holy Spirit were associated in such New Testament passages as the Great Commission: "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit" (Matthew 28:19); and in the apostolic benediction: "The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all" (2 Corinthians 13:14). Thus, the New Testament established the basis for the doctrine of the Trinity. The doctrine developed gradually over several centuries and through many controversies. Initially, both the requirements of monotheism

inherited from the Old Testament and the implications of the need to interpret the biblical teaching to Greco-Roman religions seemed to demand that the divine in Christ as the Word, or Logos, be interpreted as subordinate to the Supreme Being. An alternative solution was to interpret Father, Son, and Holy Spirit as three modes of the self-disclosure of the one God but not as distinct within the being of God itself. The first tendency recognized the distinctness among the three, but at the cost of their equality and hence of their unity (subordinationism); the second came to terms with their unity, but at the cost of their distinctness as "persons" (modalism). It was not until the 4th century that the distinctness ofthe three and their unity were brought together in a single orthodox doctrine of one essence and three persons.

**কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা তাদের বিশ্বাস উল্লেখ করে তার খন্ডন করেছেন**

**প্রথম বিশ্বাস হযরত ঈসা (আ:) আল্লাহ**

খৃস্টানরা বিশ্বাস করে যে ঈসা (আ:) আল্লাহ। কুর'আন তা খন্ডন করেছে। আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়েদার ৭২ নাম্বার আয়াতে বলেন :

অবশ্যই তারা কুফরী করেছে, যারা বলেছে, ‘নিশ্চয় আল্লাহ হচ্ছেন মারইয়াম পুত্র মাসীহ’। আর মাসীহ বলেছে, ‘হে বনী ইসরাঈল, তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদাত কর’। নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার উপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়েদা ৫/৭২)

## দ্বিতীয় বিশ্বাস- হযরত ঈসা (আ:) আল্লাহর পুত্র

খৃস্টানরা বিশ্বাস করেন যে ঈসা (আ:) আল্লাহর পুত্র। তাদের এই বিশ্বাসকে খন্ডন করে আল্লাহ তা'আলা সূরা তাওবাহর ৩০ নাম্বার আয়াতে বলেন

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ۨ ابْنُ اللّٰهِ وَ قَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ۫ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ

আর ইয়াহূদীরা বলে, 'উযায়র আল্লাহর পুত্র। আর নাসারারা বলে, 'মাসীহ আল্লাহর পুত্র। এসব তাদের মুখের কথা। এতে তারা তাদের পূর্বেকার কাফিরদের কথারই অনুকরণ করে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! কেমনভাবে তারা সত্য পথ থেকে দূরে ছিটকে পড়েছে। (সূরা তাওবাহ ৯/৩০)

## তৃতীয় বিশ্বাস - খৃস্টানরা বিশ্বাস করেন ঈসা (আ:) তিনজনের একজন। (ত্রিত্ববাদ)

খৃস্টানরা বিশ্বাস করেন আল্লাহ তিনজন পৃথক সত্ত্বার সমন্বয়ে একজন সত্ত্বা। তিনজনের ১. (পিতা) আল্লাহ, ২. (পুত্র) ঈসা ইবনে মারঈয়াম এবং ৩. পবিত্র আত্মা- রুহুল কুদুস (জীব্রাঈল)।

আল্লাহ তা'আলা তাদের এই বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَ مَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّاۤ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَ اِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

অবশ্যই তারা কুফরী করেছে, যারা বলে, 'নিশ্চয় আল্লাহ তিন জনের তৃতীয়জন'। যদিও এক ইলাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। আর যদি তারা যা বলছে, তা থেকে বিরত না হয়, তবে অবশ্যই তাদের মধ্য থেকে কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব স্পর্শ করবে। (সূরা মায়িদাহ্ ৫/৭৩)

## চতুর্থ বিশ্বাস - ক্রুশবিদ্ধ (প্রায়শ্চিত্ত)

খৃস্টানরা বিশ্বাস করেন যে, হযরত ঈসা (আ:) শূলীতে চড়ে সকলের পাপকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। কুর'আনুল কারীমে তাদের এই বিশ্বাসকে খন্ডন করে আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসার ১৫৭ নাম্বার আয়াতে বলেন :

قَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللهِ ۚ وَ مَا قَتَلُوْهُ وَ مَا صَلَبُوْهُ وَ لٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ؕ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَ مَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا

এবং তাদের এ কথার কারণে যে, ‘আমরা আল্লাহর রাসূল মারইয়াম পুত্র ঈসা মাসীহকে হত্যা করেছি’। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং তাকে শূলেও চড়ায়নি। বরং তাদেরকে ধাঁধায় ফেলা হয়েছিল। আর নিশ্চয় যারা তাতে মতবিরোধ করেছিল, অবশ্যই তারা তার ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে ছিল। ধারণার অনুসরণ ছাড়া এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই। আর এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি। (সূরা নিসা ৪/১৫৭)

একজনের পাপের কারণে অন্যজনকে শাস্তি দেওয়া হয় না

এই বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَ اِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ؕ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَ مَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ؕ وَ اِلَى اللهِ الْمَصِيْرُ

আর কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না এবং কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি তার বোঝা বহনের জন্য কাউকে ডাকে তবে তার বোঝার কোন অংশই বহন করা হবে না যদিও সে আত্মীয় হয়; তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করবে যারা তাদের রবকে না দেখেও ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে; আর যে ব্যক্তি পরিশুদ্ধি অর্জন করে সে নিজের জন্যই পরিশুদ্ধি অর্জন করে। আর আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তন। (সূরা ফাতির ৩৫/১৮)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ؕ

অতএব কেউ অণু পরিমাণও সৎ কাজ করলে সে তা দেখবে (সূরা যিলযাল ৯৯/৭)

وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

আর কেউ অণু পরিমাণও অসৎ কাজ করলে সেও তা দেখবে। (সূরা যিলযাল ৯৯/৮)

অর্থাৎ উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান খৃস্টানদের আকিদা বিশ্বাস (ত্রিত্ববাদ) সম্পূর্ণরূপে মনগড়া বানোয়াট একটি আকিদা বিশ্বাস। এবং ঈসা (আ:) যে আকিদা বিশ্বাস (একত্ববাদ)উনার অনুসারীদের মাঝে প্রচার করেছিলেন, তার সাথে এর কোনরূপ মিল নেই।

এই অধ্যায়ে কুর'আন ও বাইবেল থেকে তাওহীদ ও শিরক নিয়ে বক্তব্য আলোচনা করা হবে -

## কুর'আন ও বাইবেলের আলোকে "তাওহীদ"

তাওহীদ 'ওয়াহদাতুন ' ধাতু থেকে উৎপন্ন যার অর্থ একক। আভিধানিক অর্থে তাওহীদ হল, একক গণ্য করা বা একত্ববাদ।

পারিভাষিক অর্থে, (আসমান ও যমীনসহ এর ভিতর এবং বাইরের জানা-অজানা) সকল সৃষ্টির একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ইবাদাত ও উপাসনায় একত্ব হিসেবে একমাত্র আল্লাহকে বিশ্বাস করা।

BRITANNICA says. Monotheism, belief in the existence of one god, or in the oneness of God.

হযরত আদম (আ:) থেকে মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যত নবী রাসূল পৃথিবীতে পাঠান হয়েছে তাদের সকলকেই তাওহীদ প্রতিষ্ঠার এক ও অভিন্ন দায়িত্ব দিয়েই দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাওহীদই হচ্ছে সমস্ত রাসূলদের দাওয়াতের মূল কথা, যার দিকে উনারা উনাদের উম্মতকে ডেকেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন,

و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انهٗ لا اله الا انا فاعبدون

আর তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল আমি পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, ‘আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদাত কর।’ (সূরা আল- আম্বিয়া ২১/২৫)

**আল-কুর'আনে তাওহীদ**

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ - وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

বলুন, তিনিই আল্লাহ, একক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। আর তার সমতুল্য কেউ নেই।' (সুরা ইখলাস ১১২/১-৪)

وَ اِلٰـهُنَا وَ اِلٰـهُكُمۡ وَاحِدٌ وَّ نَحۡنُ لَهٗ مُسۡلِمُوۡنَ

এবং আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই। আর আমরা তাঁরই সমীপে আত্মসমর্পণকারী'। (সূরা আনকাবুত ২১/৪৬)

وَ اِلٰـهُكُمۡ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحۡمٰنُ الرَّحِيۡمُ

আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি অতি দয়াময়, পরম দয়ালু। (সূরা বাকারাহ্ ২/১৬৩)

## Bible–Old Testament (Prophet Moses, Isaiah, David)

Ref. deu. 6:4/4:35

Isaiah: 43:10/44:6

Psalm: 83:18

Deuteronomy (২য় বিবরণ): 6:4 Deuteronomy (Hear, O Israel: The LORD our God [is] one LORD

ইস্রায়েলের লোকেরা শোনো! প্রভু, আমাদের ইশ্বর হলেন একমাত্র প্রভু!

Deuteronomy (২য় বিবরণ): 4:35 : To you it was shown, that you might know that the LORD is God; there is no other besides him.

প্রভু তোমাদের ঐ সব দেখিয়েছিলেন যাতে তোমরা জানতে পারো যে তিনি হলেন ইশ্বর - তিনি ছাড়া কোনও দেবতা নাই!

Isaiah(ইশাইয়া) 43:10 : “You are my witnesses,” declares the LORD, “and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me and understand that I am he. Before me no god was formed, nor Shall there be any after me.

আমি তোমাদের বেছে ছিলাম যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পার যে, "আমি হলাম ইশ্বর" আমিই সত্যিকারের ইশ্বর আমার আগে কোন ইশ্বর

ছিল না এবং আমার পরেও কোন ইশ্বর থাকবে না!

Isaiah (ইশাইয়া) 44:06 : “I am the first and I am the last; besides me there is no god.

আমিই একমাত্র ইশ্বর ; অন্য কোন দেবতা নেই; আমিই আদি আমিই অন্ত!

Psalm (গীতসংহিতা) 83:18 : That they may know that You alone, whose name is the LORD, Are the Most High over all the earth.

তখন তারা বুঝতে পারবে যে, আপনিই ইশ্বর; ওরা জানতে পারবে যে, আপনিই একমাত্র পরাতপর, সারা পৃথিবীর ইশ্বর!

## New Testament (Prophet Jesus)

Mark 12:29- And Jesus answered him, the first of all the commandments [is], Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord.

যীশু উত্তর দিলেন, " এটাই প্রধান আজ্ঞা (নির্দেশ)! শোন, হে ইস্রায়েল, আমাদের প্রভু, একমাত্র প্রভু!

# শির্ক -(Idolatry)

অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরক ও করে। (সূরা ইউসুফ - আয়াত ১০৬)

শিরকের আভিধানিক অর্থ - অংশ।

পারিভাষিক অর্থে - আল্লাহর সত্তা বা গুণাবলীর সাথে অন্যকে শরীক করা।

রাসূলুল্লাহ (স:) শিরকের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন

'আল্লাহর জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করা, অথচ তিনি (আল্লাহ) তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। ( বুখারী শরীফ - হাদিস ৪২০৭)

শিরকের সংজ্ঞায় আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহ:) বলেছেন,

শিরক হল আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ গ্রহণ করা এবং আল্লাহর মত তাকে ভালোবাসা। (মাদারেজুস সালেকীন ১/৩৩৯)

## শিরকের ভয়াবহতা (শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ)

### Old Testament (Prophet Moses, David (dawd) and Jonah (yunus))

Ref. Exo. 20:4

Deu. 27: 15

### মূর্তি পূজা তো দূরের কথা মূর্তি বানানোই নিষেধ

Exodus (যাত্রাপুস্তক) 20:4: you shall not make for yourself an idol of any kind (graven image kjv), or an image of anything in the heavens above, on the earth beneath, or in the waters below.

"আমাকে ছাড়া তোমরা আর কোন দেবতাকে উপাসনা করবে না, তোমরা অবশ্যই অনা কোন মূর্তি গড়বে না, উপরিস্থ স্বর্গে, নিচস্থ পৃথিবীতে, ও পৃথিবীর নিচস্থ জলমধ্যে যাহা যাহা আছে, তাহাদের কোন মূর্তি নির্মাণ করিও না।

Deuteronomy (২য়বিবরণ) 27:15: Cursed is the man who makes a carved idol or molten image--which is detestable to the LORD.

যে ব্যক্তি কোন ক্ষোদিত বা ছাঁচে ঢালা প্রতিমা, সদাপ্রভুর ঘৃণিত বস্তু,

শির্পকরের হস্ত নির্মিত বস্তু নির্মাণ করিয়া গোপনে স্থাপন করে সে অভিশপ্ত।

**মূর্তি ভেঙে ফেলতে হবে**

Ref. Exo. 22:20/23:24/34:13-14

Exodus (যাত্রাপুস্তক) - 22:20 "Whoever sacrifices to any god, other than the lord alone, shall be devoted to destruction.

যে ব্যক্তি কেবল সদাপ্রভু ব্যতিরেকে অন্য কোন দেবতার কাছে বলিদান করে, সে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইবে।

Exodus (যাত্রাপুস্তক)- 23:24 : You shall not bow down to their gods or worship them or follow their practices. You must demolish them and break their sacred stones to pieces.

তাদের দেবতাদের তোমরা পূজা করবে না। তোমরা সেইসব দেবতাদের কাছে নতজানু হবে না। তাদের জীবনযাপনের সাথে তোমরা নিজেদের জড়াবে না। তোমরা তাদের মূর্তিগুলো ধ্বংস করবে এবং তোমরা তাদের দেবতাদের মনে রাখার সমস্ত স্তম্ভ ভেঙ্গে ফেলবে।

Exodus (যাত্রাপুস্তক) - 34: 13-14 : You shall tear dawn their alters, break their pillars, and cut dawn their sacred poles.

তোমরা তাদের বেদী (মূর্তি রাখার স্থান) সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবে; তাদের স্তম্ভ সকল খন্ড খন্ড করিবে, ও তথাকার সকল খুটি কাটিয়া ফেলিবে।

কোন নবী বা ভাববাদীও যদি মূর্তিপূজার দাওয়াত দেন; তার কথা শুনা যাবে না; বরং (নবী হলেও) তাকে হত্যা করতে হবে।

Deuteronomy (২য় বিবরণ) 13; 1-5 :

1. If a prophet, or one who foretells by dreams, appears among you and announces to you a sign or wonder,

2 and if the sign or wonder spoken of takes place, and the prophet says, “Let us follow other gods” (gods you have not known) “and let us worship them,”

3 you must not listen to the words of that prophet or dreamer.

5 That prophets or dreamer must be put to death for inciting rebellion against the LORD your God.

প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণে অবশ্যই সেই নবী বা ভাববাদী অথবা স্বপ্নদ্রষ্টাকে প্রাণদণ্ড দিতে হবে।

Psalm (গীতসংহীতা/ যাবূর) 115 :3-8

3 Our God is in heaven and does whatever He pleases.

ইশ্বর স্বর্গে রয়েছেন, এবং তিনি যা চান তাই করতে পারেন।

4 Their idols are silver and gold- made by human hands.

অন্যান্য জাতির দেবতারা শুধুই সোনা ও রূপার তৈরি মূর্তি মাত্র

যা মানুষের হাতে তৈরি।

5 They have mouths but cannot speak, eyes, but cannot see.

তাদের (মূর্তিগুলোর) মুখ আছে কিন্তু কথা বলতে পারে না, চোখ আছে কিন্তু দেখতে পারে না।

6 They have ears but cannot hear, noses, but cannot smell.

তাদের (মূর্তিগুলোর)কান আছে কিন্তু শুনতে পারে না, নাক আছে কিন্তু ঘ্রাণ নিতে পারে না।

7 They have hands but cannot feel, feet, but cannot walk. They cannot make a sound with their throats.

তাদের (মূর্তিগুলোর) হাত আছে কিন্তু অনুভব করতে পারে না, পা আছে কিন্তু চলতে পারে না এবং  ওদের কণ্ঠ থেকে কোন স্বর আসে না।

8 Those who make them are just like them, as are all who trust in them.

যেমন তারা,তেমনিই হবে তাদের নির্মাতারা আর যে কেহ সেগুলোতে নির্ভর করে।

Jonah (ইউনুস) 2/8 : Those who worship false gods turn away from God's love for them.

যারা মূল্যহীন মূর্তিপূজা করে কিন্তু ঐ মূর্তিগুলো কখনই তাদের সাহায্য করবে না।

**New Testament**

Dear children, keep yourselves from idols. (1 john 5/21)

স্নেহের সন্তানেরা তোমরা দেবদেবীর থেকে দূরে থেকো।

## সাধারণ প্রশ্ন উত্তর

প্রশ্ন ১ : বাইবেলে রবের পরিচয় সম্পর্কে কি বলা হয়েছে?

উত্তর : বাইবেলে রবের পরিচয় সংক্রান্ত তথ্য :

1. Mark - chapter 12 : verse 29

And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord

অর্থ : যীশু উত্তর দিলেন, সর্বপ্রধান আজ্ঞা হল এই, 'শোন হে ইসরায়েল, আমাদের প্রভু পরমেশ্বরই একমাত্র প্রভু।

2. Gospel of Matthew - chapter 4 : verse 10

Then Jesus said to him, "Be gone, Satan! For it is written, 'You shall worship the Lord your God and him only shall you serve.'"

অর্থ : তখন যীশু তাকে বললেন, 'দূর হও শয়তান! কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে,'তোমরা অবশ্যই প্রভু ঈশ্বরেরই উপাসনা করবে, একমাত্র তাঁরই সেবা করবে।

3. Isaiah- chapter 44 : verse 6-8

V6 : This is what the LORD says— Israel's King and Redeemer, the LORD Almighty: I am the first and I am the last; apart from me there is no God.

অর্থ : সদাপ্রভু যিনি ইস্রায়েলের রাজা এবং মুক্তিদাতা, বাহিনীগণের সর্বশক্তিমান প্রভু এই কথা বলেন, আমিই প্রথম এবং আমিই শেষ; আমি ছাড়া কোন ঈশ্বর নেই।

V7 : Who then is like me? Let him proclaim it. Let him declare and lay out before me what has happened since I established my ancient people, and what is yet to come— yes, let them foretell what will come.

অর্থ : তাহলে আমার মত কে? সে এটা ঘোষণা করুক। আমি আমার প্রাচীন লোকেদের প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে কী ঘটেছিল এবং এখনও যা আসতে চলেছে- হ্যাঁ, তারা কী ঘটবে তা ভবিষ্যদ্বাণী করুক।

V8 : Do not tremble, do not be afraid. Did I not proclaim this and foretell it long ago? You are my witnesses. Is there any God besides me? No, there is no other Rock; I know not one."

অর্থ : ভয় পেয়ো না। আমি কি অনেক আগেই এটা ঘোষণা করিনি এবং ভবিষ্যদ্বাণী করিনি? তোমরা আমার সাক্ষী। আমি ব্যতীত কোন ঈশ্বর আছে কি? না, অন্য কোন রক নেই; আমি একটাও জানি না।"

4. Timothy - chapter 6 : verse 16

who alone is immortal and who lives in unapproachable light, whom no one has seen or can see. To him be honor and might forever. Amen.

অর্থ : যিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী এবং অগম্য জ্যোতির মধ্যে বাস করেন, য়াঁকে কেউ কোন দিন দেখতে পায় নি, পাবেও না। সম্মান ও অনন্ত পরাক্রম ও কর্তৃত্ব যুগে যুগে তাঁরই হোক। আমিন।

প্রশ্ন ২ : কুর'আনে রবের পরিচয় সম্পর্কে কি বলা হয়েছে?

উত্তর : কুর'আনে রবের পরিচয় সংক্রান্ত তথ্য :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ - وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Say, "He is Allah, [who is] One, Allah, the Eternal Refuge. He neither begets nor is born, Nor is there to Him any equivalent."

অর্থ : (হে রাসুল! আপনি) বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। আর তার সমতুল্য কেউ নেই।' (সুরাহ্ ইখলাস : আয়াত ১-৪)ঁ

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ مَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَ لَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ

Allah - there is no deity except Him, the Ever-Living, the Sustainer of [all] existence. Neither drowsiness overtakes Him nor sleep. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Who is it that can intercede with Him except by His permission? He knows what is [presently] before them and what will be after them, and they encompass not a thing of His knowledge except for what He wills. His Kursi extends over the heavens and the earth, and their preservation tires Him not. And He is the Most High, the Most Great.

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তার। (সুরাহ্ বাকারাহ্ : আয়াত ২৫৫)

بَدِیۡعُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ اَنّٰی یَکُوۡنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّ لَمۡ تَکُنۡ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَ خَلَقَ کُلَّ شَیۡءٍ ۚ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمٌ

[He is] Originator of the heavens and the earth. How could He have a son when He does not have a companion and He created all things? And He is, of all things, knowing.

অর্থ : তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা। কিভাবে তার সন্তান হবে অথচ তার কোন সঙ্গিনী নেই! আর তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারে সর্বজ্ঞ। (সুরা আনআম : আয়াত (১০১)

لَا تُدۡرِكُهُ الۡاَبۡصَارُ ۫ وَ هُوَ يُدۡرِكُ الۡاَبۡصَارَ ۚ وَ هُوَ اللَّطِيۡفُ الۡخَبِيۡرُ

Vision perceives Him not, but He perceives [all] vision; and He is the Subtle, the Acquainted.

অর্থ : দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না, অথচ তিনি সকল দৃষ্টিকে আয়ত্ব করেন এবং তিনি সূক্ষ্মদশী, সম্যক অবহিত। ( সুরা আনআম : আয়াত ১০৩)

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ جَعَلَ لَكُمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِكُمۡ اَزۡوَاجًا وَّ مِنَ الۡاَنۡعَامِ اَزۡوَاجًا ۚ يَذۡرَؤُكُمۡ فِيۡهِ ؕ لَيۡسَ كَمِثۡلِهٖ شَىۡءٌ ۚ وَ هُوَ السَّمِيۡعُ الۡبَصِيۡرُ

[He is] Creator of the heavens and the earth. He has made for you from yourselves, mates, and among the cattle, mates; He multiplies you thereby. There is nothing like unto Him, and He is the Hearing, the Seeing.

অর্থ : তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং গৃহপালিত জন্তুর মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন জোড়া। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সুরা আশ-শুরা : আয়াত ১১)

প্রশ্ন ৩ : বাইবেলে কি মুহাম্মাদ (স:) সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে?

উত্তর : বাইবেলে মুহাম্মাদ (স:) সম্পর্কে বর্ণনা সংক্রান্ত তথ্যসমূহ :

Song of Solomon: Chapter 5 - verse 16

His mouth is most sweet: yea, he is altogether lovely. This is my beloved, and this is my friend, O daughters of Jerusalem.

Gospel of John: Chapter 16 - verse 12-14

12 I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now.

13 Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come.

14 He shall glorify me: for he shall receive of mine, and shall shew it unto you.

Book of Deuteronomy: Chapter 18 - verse 18-19

18

I will raise up for them a prophet like you from among their kindred, and will put my words into the mouth of the prophet; the prophet shall tell them all that I command. J 19

Anyone who will not listen to my words which the prophet speaks in my name, I myself will hold accountable for it.

Book of Isaiah: Chapter 29 - verse 12

12 And the book is delivered to ahim that is not learned, saying, Read this, I pray thee: and he saith, I am not learned.

## দাওয়াহ্ দেওয়ার পদ্ধতি

**বিষয়: খ্রিস্ট ধর্মের পরিচয়**

আব্দুল্লাহঃ আসসালামু আলা মানিত্তাবাউল হুদা

ফেলিক্স : লাইকুম/নমষ্কার

আব্দুল্লাহঃ কেমন আছেন দাদা?

ফেলিক্স : আছি ভাল ঈশ্বরের কৃপায়। আপনি কেমন আছেন?

আব্দুল্লাহ : আলহামদুলিল্লাহ,আল্লাহ ভালো রেখেছেন। আচ্ছা দাদা আপনি কি আমাকে একটু খ্রিস্টধর্মের উৎস সম্পর্কে জানাতে পারবেন?

ফেলিক্স : যীশু খ্রিস্টের বিশ্বাস ও জীবনাচার থেকে এর উৎপত্তি।

আব্দুল্লাহ : কিন্তু ভাই,যীশুখ্রিস্টের বিশ্বাস ও জীবনাচারের সাথে তো বর্তমান খ্রিস্টধর্মের কোন মিল নেই।

ফেলিক্স : তাহলে বর্তমান খ্রিস্টধর্মে কার বিশ্বাস ও কর্ম পালিত হচ্ছে?

আব্দুল্লাহ : ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই

পৌল নামক সাধু এবং যুগে যুগে বিভিন্ন পাদ্রির পরিবর্তন করা বিশ্বাস ও কর্ম পালিত হচ্ছে বর্তমান খ্রিস্টধর্মে।

এ বিষয়টি কার্ডিনাল ড্যানিয়েল(১৯৬৭) সহ অনেক গবেষক আলোচনা করেছেন। তারা বলেন, যীশুর চলে যাওয়ার পর থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর দিতীয় ভাগ পর্যন্ত যীশুর খ্রীষ্টধর্ম ও পলের খ্রিস্টধর্মের মাঝে প্রচুর বিবাদ ও সংঘর্ষ চলছিল। অতঃপর যীশুর ধর্ম বিলীন হয়ে পলের ধর্ম বিজয়ী হয়।

ফেলিক্স : বাইবেলে আছে, সেন্ট পোল তো যীশু খ্রিষ্টকেই সমর্থণ করতেন।

আব্দুল্লাহ : পলের পরিচয় সম্পর্কে আপনি জানেন কি?

ফেলিক্স : জ্বি , তার আসল নাম শোল। সে ছিল যিশুর ঘোর বিরোধী, এবং খ্রিষ্টানদের উপড় নিপীড়ন চালাতো। কিন্তু এর পর সে যিশুর বিশ্বাসী হয়ে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে।

আব্দুল্লাহ : যিশুর বিশ্বাসী হওয়া'টি ছিল তার একটি প্রতারণা। আসলে সে যীশুর ধর্মের অনুসারীদেরকে প্রতারিত করতেই এ ঘোষণা দেয় ।

ফেলিক্স : কিভাবে?

আব্দুল্লাহ : যখন সে দেখল নিপীড়ন সত্বেও খ্রিস্টানরা স্বধর্মে অটল, তখন সে পরিকল্পনা করে যে, খ্রিস্টধর্মের মূল শিক্ষা গুলোকে পরিবর্তন করে দিতে হবে। আর নিজেকে সাধুর পরিচয় দিয়ে লোকদের তার ভক্ত বানিয়ে এ কাজটি করা খুবই সহজ।

ফেলিক্স : সাধুপল অলৌককভাবে যীশু খ্রীষ্টের দারাই যীশুর প্রচারকার্যের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তা বাইবেলে সুস্পষ্ট লিখিত আছে!

আব্দুল্লাহ : সে নিজেই স্বীকার করেছে যে সে একজন মিথ্যাবাদী, রোমান 3/7 যদি আমার মিথ্যায় ঈশ্বরের সত্য, তাহার গৌরব্ উপচে পড়ে....

সে স্পষ্ট ভাবে বলেছে যে সে কারোর শিক্ষায় নয় বরং নিজের থেকে ইঞ্জিল রচনা করেছে' 2তিমথিও 2/8, গালাতিও ১/১১

কাহিনীটির দুটি বর্ননায় দুই রকম কথা বলেছে সে, এবং বাইবেলে তার ব্যাপ্টিস্ট হওয়ার গল্পটিও প্রমাণ করে যে সে মিথ্যাবাদী, কারণ এতে বৈপরীত্য আছে -

১. মথি ২৭/৪৫পরে বেলা ছয়টা হতে নয়টা। আর ৯ ঘটিকার সময় যিশু উচ্চ রবে চিৎকার করে ডেকে বললেন।

২. মথি ২৭/৪৫( কিতাবুল মুকাদ্দাস) সেদিন দুপুর বারোটা থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত সমস্ত দেশ অন্ধকার রহিল। প্রায় তিনটার সময় চিৎকার করে বললেন।

ফেলিক্স : যীশু খ্রীষ্ট ও পলের মূল শিক্ষার মধ্যে কি পার্থক্য?

আব্দুল্লাহ : পলের শিক্ষা বিশ্বাসেই মুক্তি, ধর্ম বা শরীয়ত পালনকারী অভিশপ্ত;

গালাতিও ২/১৬, রোমিও ১০/১০,৩/২৮

যিশুর শিক্ষা ' সামান্য শরীয়ত বা ধর্ম পালন লঙ্ঘন করলে জান্নাত মিলবে না; মথি ৫/১৭-২০, ৭/২৪,১৯/১৬, lukr১৮/১৮

তারমানে ভাই আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি বর্তমানে যিশুখ্রিস্টের সঙ্গে খ্রিস্ট ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।

ফেলিক্স : দাদা এসব বিষয়ে তো কখনও এত গভীরভাবে ভাবি নি। ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা জানানোর জন্য।

আবদুল্লাহ : না দাদা, এটা তো আমার দায়িত্ব। দু'য়া করি আল্লাহ আপনার জন্য হিদায়াতের দ্বার উন্মুক্ত করুন।

**বিষয় : খ্রিস্ট ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের সাদৃশ্য**

আব্দুল্লাহ : আসসালামু আলা মানিত্তাবাউল হুদা

ফেলিক্স : লাইকুম/নমষ্কার

আব্দুল্লাহ : কেমন আছেন দাদা?

ফেলিক্স :আছি ভাল ঈশ্বরের কৃপায়। আপনি কেমন আছেন?

আব্দুল্লাহ : আলহামদুলিল্লাহ,আল্লাহ ভালো রেখেছেন। দাদা আপনি কি জানেন যীশু খ্রিস্টের ধর্ম কি ছিল?

ফেলিক্স : তিনি খ্রিস্টান ছিলেন!

আব্দুল্লাহ : না দাদা, তিনি ছিলেন একজন মুসলিম। কারণ যীশু খ্রিস্টের বিশ্বাস ও কর্মের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের সাদৃশ্য রয়েছে কিন্তু বর্তমান খ্রিস্ট ধর্মের সাথে তার কোনই মিল নেই।

ফেলিক্স : বর্তমান ইসলামের সাথে যিশুখ্রিস্টের কি সাদৃশ্য রয়েছে?

আব্দুল্লাহ : তিনি এক ঈশ্বরের বিশ্বাসী ছিলেন (deu ৬/৪,৪/৩৫, ইসায়া ৪৩/১০)। নিজেকেও নবী বলে পরিচিয় দিতেন। মুসলিমদের মত আসসালামু আলাইকুম বলে

একই ভাবে শুভেচ্ছা জানাতেন- জন২২/১৯ , তিনি অজু করতেন এক্সোডাস ৪০/৩০, তিনি সিজদা করতেন- মথি ২৬/৩৯, জশুয়া ৫/১৪, জেনেসিস ১৭)৩,

ফেলিক্স : যীশু খ্রীষ্টের ধর্মের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের আর কি কি বিষয়ের সাদৃশ্য রয়েছে?

আব্দুল্লাহ : খ্রিস্টধর্মে শিরিক ও মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ করা হয়েছে- হেফ্রডাস ২০/৩-৫, ডিউ; ৫/৭৯, রোজার নির্দেশ রয়েছে মথি ১৭/২১, মার্ক, স্বয়ং যিশু ৪০ দিন রোযা রাখেন:৯/২৯, মথি ৪/২

সুদ নিষেধ করা হয়েছে।

ফেলিক্স : কি বলছেন দাদা! আপনার কথামত তাহলে তো আমরা এতদিন ভুল জিনিসকে বিশ্বাস করে আসছি। ধন্যবাদ আমাকে এসব জানানোর জন্য। আমি এসব নিয়ে অবশ্যই আরো বিস্তারিত জানার চেষ্টা করবো।

আবদুল্লাহ : না দাদা, এটা তো আমার দায়িত্ব। দু'য়া করি আল্লাহ আপনার জন্য হিদায়াতের দ্বার উন্মুক্ত করুন।

**বিষয়: বাইবেলের পরিচয়**

আব্দুল্লাহ : প্রিয় ভাই, খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাই আপনার সাথে।

ফেলিক্স : নিশ্চই, আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেল সম্পর্কে!

আব্দুল্লাহ : জি,বাইবেলকে কি কারনে ধর্মগ্রন্থ বিশ্বাস করা হয় বলবেন কি?

ফেলিক্স : কারণ এটি ঈশ্বরের বাণী।

আব্দুল্লাহ : কিছু মনে না করলে বলি, গবেষকদের থেকে বাইবেল সম্পর্কে যতটুকু আমরা জানতে পারি তা হল–

বাইবেলে অল্পকিছু ঈশ্বরের বাণী ও কিছু নবীদের বাণী রয়েছে, এছাড়া বাইবেলের সমস্ত পুস্তকই ঐতিহাসিকদের লিখিত।

ফেলিক্স : এর প্রমাণ কি?

আব্দুল্লাহ: শিকাগো বাইবেল ইনস্টিটিউটের একজন গবেষক ডঃ ডাব্লিউ গ্রাহাম স্কগিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, বাইবেল ঈশ্বরের বাণী কিনা? তিনি উত্তরে বলেন - বাইবেল মানুষের রচিত গ্রন্থ। সম্পুর্ন বাইবেলের একটা পুস্তককেও সম্পুর্ন আল্লাহর বানী বলে আজ পর্যন্ত এর কোনও খ্রিস্টিয়ান প্রমান করতে পারেনি।

ফেলিক্স : কিন্তু খ্রিস্টধর্ম মতে বাইবেল ঈশ্বরের বাণী বলেই বিশ্বাস করা উচিত।

আব্দুল্লাহ: এর স্বপক্ষে কোন যুক্তি আছে কি?

ফেলিক্স : আমরা জানি মুসা আলাইস সালামের উপর যে ধর্মগ্রন্থ ঈশ্বর নাযিল করেছিলেন তার নাম তাওরাত। আর ঠিক বর্তমানেও বাইবেলের old testament এর প্রথম ৫ টিকে তাওয়ার্ত বলা হয়। তার মানে ঈশ্বরের গ্রন্থ তোরাহ এখনো বাইবেলে বিদ্যমান রয়েছে।

আব্দুল্লাহ : বাইবেলের তুরাহ ঈশ্বরের নাযিলকৃত তাওরাত নয়। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি– এতে মোজেজ এর মৃত্যুর বর্ণনাও লিখা রয়েছে, যেমন আমরা কোন ব্যক্তির জীবনী লিখে থাকি। তাছাড়া যিশুর চলে যাওয়ার পর থেকে তিনশ পঁচিশ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রচুর গ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জিল হিসেবে প্রচলিত ছিল। খ্রিস্টানদের কিছু সম্মেলন করা হয় এবং সেগুলোতে নির্ণয় করা হয় কোন গ্রন্থগুলোকে গ্রহণ করা হবে এবং কোনগুলোকে বাতিল করা হবে। আর তখনো কেউ একমত হতে পারেনি যে কোন গ্রন্থগুলোতে আল্লাহর কালাম বলে ধরে নেয়া উচিত এ নিয়ে তাদের মাঝে বিভক্তিও ঘটে। তুরাহের মত অজ্ঞতা বশত অনেকে যুক্তিহীন ভাবে শ্যামকে যাবুর বলে থাকে অথচ অনেক খ্রিস্টানরাও যুক্তির আলোকে সাম কিতাবটিকে আল্লাহ তাআলার বাণী বা প্রেরিত দাউদ আঃ এর রচনা বলে জোরালো দাবী করতে ব্যার্থ হয়। আশা করি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবেন। যুগ যুগ ধরে কিছুগ্রন্থকে ও একই ধর্মীয় লোকেরা জাল এবং ঈশ্বরের বাণী বলে বিশ্বাস করে।

ফেলিক্স : অবশ্যই, আপনার কথায় যুক্তি রয়েছে।

আব্দুল্লাহ : বাইবেলের কোন পুস্তকগুলোকে ইঞ্জিল বলা হয়?

ফেলিক্স : নতুন নিওমের ২৭ টি পুস্তিকাকে ইঞ্জিল বলা হয়।

আব্দুল্লাহ : এটি আমাদের সম্পূর্ন অযৌক্তিক ধারনা। নতুন নিওমের পাঠকারীরা অবশ্যই জানেন,প্রতিটি গ্রন্থ যিশু অর্থাৎ ইসা আ এর মৃত্যুর পর লিখিত। প্রমাণ-এগুলোতে লেখকের নাম এবং যিশুর ক্রুশবিদ্ধ ও বেচে ফেরার গল্প সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। তাওরাতের মতো নতুন নিয়মের ব্যাপারেও একই কথা। বর্তমানে কয়টি নতুন নিয়মের পুস্তক?

ফেলিক্স : ২৭

আব্দুল্লাহ : প্রাচীন কালে নতুন নিয়ম ছিল ৪০ টি পুষ্টক। তো সেসব আল্লাহর কালাম কে বাদ দেয়া হল কেনো?

ফেলিক্স : সেগুলো হয়ত সত্যিই জাল ছিল।

আব্দুল্লাহ : তবে সমস্যা হল, বর্তমানে কাথলিকদের old testament ৪৬ টি, অর্থডক্স দের ৫১ ও প্রটেসটেন্ট দের কাছ ৩৯ টি। তারা এখনো পর্যন্ত সে ৭ টিকে জাল বলে যে ৭ টি কাথলিকরা আল্লাহর কালাম ভাবছে! কাদের টা সঠিক। এগুলো কি জাল না ইশ্বরের বাণী? ঐতিহাসিকরা মাত্র কিছু বাক্য ঈশ্বর ও যিশুর জবান থেকে লিখেছেন, যেমন –

যীশু বলেন: আমাদের ও তোমাদের ঈশ্বর এক...

ফেলিক্স : এর মানে কি ঈশ্বরের বাণী আজ আমি হুবহু সংরক্ষিত নেই? কিন্তু বাইবেলে রয়েছে অনেক সুশিক্ষা।

আব্দুল্লাহ : মানুষ বাইবেল বিকৃত করায় আল্লাহ সর্বশেষ টেস্টামেন্ট গ্রন্থ আল-কুরআন দিয়েছে মানুষের হিদায়াতের জন্য। এবং যুগোপযোগী সমস্ত সুশিক্ষা কেই এর মধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে।

ফেলিক্স : তবুও...

আব্দুল্লাহ : আপনি কি বিশ্বাস করেন যে ক্ষমতাময় ঈশ্বরের গ্রন্থে ভূল থাকতে পারে?

ফেলিক্স : না

আব্দুল্লাহ : কিন্তু ' ঈশ্বরের গ্রন্থ বলে পরিচিত পূর্বেকার গ্রন্থগুলোতে ৫০.০০০ এর বেশি ভুল পাওয়া যায় এবং এগুলোতে পর্নোগ্রাফির মত অশ্লীলতা রয়েছে যা কখনো ইশ্বর প্রদত্ত গ্রন্থে থাকতে পারে না।

ফেলিক্স : ধর্মীয় গ্রন্থে ভুল থাকবে কেন?

আব্দুল্লাহ : আপনাকে কিছু প্রশ্ন করি বাইবেল থেকে?

ফেলিক্স : করুণ,

আব্দুল্লাহ :  বাইবেল অনুযায়ী আদম কতো বছর বেছে ছিলেন?

ফেলিক্স : জেনেসিস ২/১৭ ; যে দিন ফল খাবে সেদিনই মারা যাওয়ার কথা।

আব্দুল্লাহ : কিন্ত জেনেসিস ৫/৫ এ বলা আছে তিনি ফল খাওয়ার পর ৯৩০ বছরের বৃদ্ধ হাওয়া পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। কোনটা বিশ্বাস করা উচিৎ?

ফেলিক্স : .....

আব্দুল্লাহঃ আপনার সময় থাকলে আমি এমন ২৪ টারও বেশি আয়াতের বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করতে পারি। যেগুলোর একটিকে বিশ্বাস করলে অপরটিকে অবিশ্বাস করতে বাধ্য হয়।

ফেলিক্স : আসলেই দুঃখিত

আব্দুল্লাহ : ভাই কখনও কি দেখেছেন বা শুনেছেন বাস্তব পৃথিবীতে এক শিংওয়ালা ঘোড়া থাকে?

ফেলিক্স : না, এটি সুধু রূপকথায়।

আব্দুল্লাহ : আর মহা ধর্মগ্রন্থ ঠিক এমনটিই বলে আইসায়া ৩৪/৭ এ।

ফেলিক্স : তাইতো!

আব্দুল্লাহ : অসংখ্য অগণিত বৈজ্ঞানিক ভুলে পূর্ন বাইবেল। আরো ১৭ টি এই মুহূর্তে আলোচনা করতে পারি যা বিজ্ঞান ও সাধারণ বুদ্ধির কাছে হাস্যকর।

ফেলিক্স : অনেক আগের দিনের বিশ্বাস...।

আব্দুল্লাহ : অবিচার অন্যায়ের শিক্ষাও কিন্তু রয়েছে বাইবেলে, যোশেয়র পুস্তক (১৩/১৬)- সমরিয়া দন্ড পাইবে, কারণ সে স্বাক্ষঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারিণী হইয়াছে, তাহারা খড়গে পতিত হইবে, তাহাদের শিশুগণকে আছড়াইয়া খন্ড খন্ড করা হইবে, তাহাদের গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের উদর বিদীর্ণ করা হইবে।

ফেলিক্স : হু,নিঃসন্দেহে এটি অবিচার ।

আব্দুল্লাহ : ভাই শুধুমাএ একটি সূত্র নিয়ে মন্তব্য করছিনা। বৈজ্ঞানিক ভুল, বৈপরীত্য, অশ্লীলতা ও অবিচারের প্রচুরসংখ্যক বর্ণনা আছে বাইবেলে।

ফেলিক্স : জী, আমরা স্বীকার করি...

আব্দুল্লাহ : তবুও কেন নিভুল কুরআন কে রেখে বাইবেল প্রচারে ব্যাস্ত !!! ধর্ম তো রেওয়াজ নয় বরং ঈশ্বরের কাছে মুক্তির পথ। তাই সত্যকে চিনার পর অবহেলা না করে গ্রহণ করা উচিৎ ঠিক কি না ভাই?

ফেলিক্স : জী। কুরআন যে আল্লাহর সত্য বাণী এর প্রমাণ কি?

আব্দুল্লাহ : এটি স্পষ্ট এক মুজেজা। এর মাঝে কোন বৈপরীত্য, ভুল অশ্লীলতা ও অবিচারের শিক্ষা নেই, এমনকি ইসলামের শত্রুরা পর্যন্ত এর সত্যায়ন করে যেমন ইসলামের করা সমালোচক উইলিয়াম মূর বলেছেন; আর কোন ধর্মগ্রন্থ নেই যা ১২০০ বছর ধরে পবিত্র কুরআনের মতো বিশুদ্ধতা তখন রাখতে পেরেছে'। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এটিকে হুবহু সংরক্ষণ রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন। কারোর এ কথা বলার সুযোগ নেই মুহাম্মদ সা থেকে আজ পর্যন্ত কোন এক সময়ে তাঁর একটি মাত্র শব্দ বিকৃত হয়েছিল।

ফেলিক্স : তবুও আমি বাইবেলে বিশ্বাসী।

আব্দুল্লাহ : ভাই, তাহলে আপনাকে বাইবেলের একটি শ্লোক থেকেই প্রমাণ করতে হবে যে আপনি সত্য বিশ্বাসী

ফেলিক্স : কি সেটা?

আব্দুল্লাহঃ মার্ক ১৬/১৭-১৮ তে বলা আছে, সত্যিকারের বিশ্বাসীদের কিছু নিদর্শন থাকবে -

-তারা যিশুর নামে শয়তানকে তাড়াবে।

-বিদেশি ভাষায় কথা বলবে।

-তারা হাত দিয়ে সাপ ধরবে।

-তারা বিষপান করবে তাদের কোন ক্ষতি হবে না।

-অসুস্থ মানুষের মাথায় হাত রাখলে তারা সুস্থ হয়ে যাবে।

এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে কেউ বাইবেলের সত্যিকার বিশ্বাসীই হতে পারে না।' আপনাকেও অনুরোধ জানাচ্ছি বাইবেলের সত্য বিশ্বাসী হয়ে থাকলে এ পাঁচটি নিদর্শনের থেকে অন্তত কোন একটি বাস্তবায়ন করে তা প্রমাণিত করুন।

ফেলিক্স : এসব কিভাবে সম্ভব?!!

আব্দুল্লাহ : কেন ভাই আমি তো আপনার বিশ্বাসের বাইরে কিছু বলি নি, তাহলে কেন সম্ভব না? ভাই আমরা জেনে বুঝেও যদি সত্যকে মানার বিষয়ে কুণ্ঠাবোধ করি তাহলে অবশ্যই আমাদের এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তাই ভাই আমার বলা কথাগুলো নিয়ে ভাববেন। আল্লাহ আপনার জন্য হিদায়াতের রাস্তা সহজ করুন।

**বিষয় : যিশু খ্রিস্টের পরিচয়**

আব্দুল্লাহ : আমি কি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে পারি? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে যীশু ঈশ্বর? নাকি যীশুকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন?

ফেলিক্স : আমি বিশ্বাস করি যে তিনি ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত।

আব্দুল্লাহ : আপনি কি জানেন যে শুধুমাত্র একটি ধর্ম আছে যা বলে যে যীশু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হয়েছিল?

ফেলিক্স : না ,কোন ধর্ম সেটি?

আব্দুল্লাহ : একমাত্র ধর্ম যা বলে যে যীশুকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রেরিত করেছিলেন তা হল ইসলাম। ইসলাম আরও বলে যে যীশু ছিলেন মাসীহ, তিনি একজন কুমারী- মা-মেরির কাছে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ঈশ্বরের শক্তিতে অনেক অলৌকিক কাজ করেছিলেন।

ফেলিক্স : শুধু ইসলাম নয়, খ্রিস্টান ধর্মও বলে না যে যীশু ঈশ্বর।

আব্দুল্লাহ : খ্রিস্টানরা কি বলে না "ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র এবং ঈশ্বর পবিত্র আত্মা?

ফেলিক্স : হ্যাঁ আমরা বলি।

আব্দুল্লাহ : তাহলে তো দেখতে পাচ্ছেন যে খ্রিস্টান ধর্ম বলছে, যীশু ঈশ্বর।

ফেলিক্স : হ্যাঁ, এক অর্থে আমি মনে করি যীশু হলেন ঈশ্বর কারণ তিনি ট্রিনিটির অংশ।

আব্দুল্লাহ : ভাই আসেন আমরা ঈশ্বরের কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করি

আপনি কি একমত হবেন যে ঈশ্বর সবকিছু দেখেন, সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন, তার কোন শুরু নেই, কোন শেষ নেই, পুরুষ বা মহিলা নয়, তিনি কোন সৃষ্টির মত নন, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান, তাঁর সৌন্দর্য, তাঁর প্রেম এবং তাঁর মহিমায় নিখুঁত।

ফেলিক্স : হ্যাঁ আমি এর সাথে একমত হতে পারি।

আব্দুল্লাহ : কিন্তু যিশু এমন ছিলেন না।

ফেলিক্স : হ্যাঁ তিনি ছিলেন।

আব্দুল্লাহ : উদাহরণস্বরূপ, আমরা একমত হয়েছি যে ঈশ্বর সবকিছু জানেন।

যীশু কি সব জানতেন?

ফেলিক্স : হ্যাঁ তিনি জানতেন।

আব্দুল্লাহ : কিন্তু বাইবেলে, যখন যীশুকে "ঘণ্টা"অর্থাৎ বিচারের দিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন যীশু বলেছিলেন "সেই দিন বা ঘন্টা সম্পর্কে কেউ জানে না, এমনকি স্বর্গের ফেরেশতাও নয়, পুত্রও নয়, কেবল পিতাই জানেন। "[মথি 24:36]

এছাড়াও বাইবেলে, যীশু যখন একটি ডুমুর গাছ থেকে ফল নিতে গিয়েছিলেন, সেখানে কোন ফল ছিল না এবং তিনি গাছটিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। [মথি 21:18-22] তিনি যদি ঈশ্বর হতেন, তবে তিনি গাছের কাছে যাওয়ার আগেই জানতেন যে তাতে ফল নেই!

ফেলিক্স : কিন্তু যীশু অলৌকিক কাজ করেছিলেন।

আব্দুল্লাহ : তিনি কি তার নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন?

ফেলিক্স : হ্যাঁ।

আব্দুল্লাহ : কিন্তু বাইবেলে যীশু বলেছেন 'নিজের থেকে, আমি কিছুই করতে পারি না।' এবং তিনি যখন অলৌকিক কাজ করেছিলেন, তখন তিনি পিতার নামে করেছিলেন যাকে আমরা ঈশ্বর হিসাবে উল্লেখ করি।

ফেলিক্স : আমি এখনও ট্রিনিটিতে বিশ্বাস করি।

আব্দুল্লাহ : ত্রিত্ব মানে যীশু ঈশ্বর। যীশু কি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেননি?

ফেলিক্স : হ্যাঁ তিনি করেছেন।

আব্দুল্লাহ : প্রার্থনা কি ঈশ্বরের কাছে কিছু চাওয়ার পাশাপাশি তাঁর প্রশংসা করার জন্য নয়?

ফেলিক্স: জি হ্যাঁ।

আব্দুল্লাহ : যীশু যদি কারো কাছে সাহায্য চান, নিশ্চয় তিনি ঈশ্বর হতে পারেন না। আমরা ইতিমধ্যেই একমত হয়েছি যে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান।

ফেলিক্স : আপনার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে এতদিন ভুল জিনিসে বিশ্বাস করে এসেছি। আমার অবশ্যই এই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত জানতে হবে।

আব্দুল্লাহ : জ্বী অবশ্যই ভাই। কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমাকে অবশ্যই বলবেন। আমি ইন-শা-আল্লাহ সাহায্য করবো।

ফেলিক্স : ঠিক আছে ভাই। আজ আসি। ভালো থাকবেন।

আব্দুল্লাহ : আল্লাহ আপনাকেও ভালো রাখুন। আপনার জন্য,হিদায়াতের রাস্তা সহজ করুন।

**বিষয় : যীশু ঈশ্বরের পুত্র নন**

আব্দুল্লাহ : আসসালামু আলা মানিত্তাবাউল হুদা

ফেলিক্স : লাইকুম/নমষ্কার

আব্দুল্লাহ : কেমন আছেন দাদা?

ফেলিক্স :আছি ভাল ঈশ্বরের কৃপায়। আপনি কেমন আছেন?

আব্দুল্লাহ : আলহামদুলিল্লাহ,আল্লাহ ভালো রেখেছেন। ভাই আপনি কি বিশ্বাস করেন যে যীশু ইশ্বরের পুত্র?

ফেলিক্স : আমি বিশ্বাস করি যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র।

আব্দুল্লাহ : অনেক লোককে বাইবেলে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আদমকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছিল (লুক 3:38) এবং ডেভিড (2 স্যামুয়েল 7:14)। স্বয়ং যীশু, বাইবেলে বলেছেন "ধন্য শান্তি স্থাপনকারীরা কারণ তাদের ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে।"(ম্যাথিউ 5:9) বাইবেলে, অনেক ভাল লোককে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে এবং যীশু বাইবেলে যা বলেছেন তা থেকে, যে কোনও ভাল ব্যক্তি হলেন 'ঈশ্বরের পুত্র'। যীশু আপনাকে কিভাবে প্রার্থনা করতে বলেছেন? তিনি কি "আমাদের স্বর্গের পিতা..."বলে প্রার্থনা করতে বলেননি? খ্রিস্টানরা যখন প্রার্থনা করে, তখন তারা কি বলে না, 'আমাদের স্বর্গের পিতা...'? খ্রিস্টধর্ম অনুসারে যীশু যদি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র

হতেন, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি "স্বর্গে যীশুর পিতা..."প্রার্থনা করতেন? না হয় তো এভাবে প্রার্থনার দ্বারা আপনিও ঈশ্বরের সন্তান

ফেলিক্স : হ্যাঁ আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান।

আব্দুল্লাহ : আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলতে পছন্দ করি না, তবে আমরা বুঝতে পারি যে আপনি বলছেন যে আমাদের এবং ঈশ্বরের মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে যা আপনি পিতা এবং সন্তানের সম্পর্ক হিসাবে উল্লেখ করেন। আপনি এ সঙ্গে একমত ?

ফেলিক্স : হ্যাঁ, ঈশ্বরের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

আব্দুল্লাহ : হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের সকলের ঈশ্বরের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, কারণ আপনার ধর্ম একটি প্রকাশিত ধর্ম। আপনি কি খুশি যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান, যেমন যীশু ঈশ্বরের পুত্র?

ফেলিক্স : হ্যাঁ আমি এতে খুশি।

আব্দুল্লাহ : আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনার কথা শুনে সত্যিই খুব ভালো লাগলো। দু'য়া করি ভাই আল্লাহ আপনার জন্য হিদায়াতের রাস্তা সহজ করুন।

**কুরআন ঈশ্বরের পক্ষ থেকে এসেছে**

আব্দুল্লাহ : আসসালামু আলা মানিত্তাবাল হুদা

ফেলিক্স : লাইকুম/নমষ্কার

আব্দুল্লাহ : কেমন আছেন দাদা?

ফেলিক্স :আছি ভাল ঈশ্বরের কৃপায়। আপনি কেমন আছেন?

আব্দুল্লাহ : আলহামদুলিল্লাহ,আল্লাহ ভালো রেখেছেন। আচ্ছা ভাই আমরা যদি যীশুর সময় জীবিত থাকতাম এবং আমরা না জানতাম যে তার পরিচয়, তাহলে আমরা কীভাবে বুঝতাম যে তিনি ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত এবং মশীহ ছিলেন?

ফেলিক্স : আমি নিশ্চিত নই।

আব্দুল্লাহ : এটা প্রমাণ করার জন্য তিনি কি অলৌকিক কাজ করেননি?

ফেলিক্স : হ্যাঁ তিনি করেছেন।

আব্দুল্লাহ : তিনি কি বলেননি যে আমি এগুলো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামে করি? তাই যীশু যে অলৌকিক কাজগুলো করেছিলেন তা লোকেদের জন্য প্রমাণ ছিল।

ফেলিক্স : জি

আব্দুল্লাহ : ঈসা মসিহের পর ঈশ্বর আরেকজন দূত পাঠালেন। তাঁর নাম ছিল মুহাম্মদ (সা.)। মুহাম্মদ(সা.)কেও অলৌকিকতা দেয়া হয়েছিল।

ফেলিক্স : মুহাম্মদ (সা:) কি মানুষকে আবার জীবিত করে তুলেছিলেন? নাকি অন্ধ নিরাময় করতেন?

আব্দুল্লাহ : এসব অলৌকিকতা তাকে দেয়া হয়নি বরং নবী মুহাম্মদকে দেয়া অলৌকিক ঘটনাগুলো মৃতদের জীবিত করার চেয়েও বড়, কারণ এই অলৌকিক ঘটনা আজও আমাদের দেখার জন্য উপলব্ধ। তুমি কি জানো এটা কি?

ফেলিক্স : না।

আব্দুল্লাহ : এটি একটি গ্রন্থ যার নাম কুরআন। এই বইটি বিভিন্ন কারণে অলৌকিক প্রমাণ করা যায়। আপনি কি জানেন যে কিভাবে তা অলৌকিক?

ফেলিক্স : না।

আব্দুল্লাহ : সমস্যা নেই দাদা। আমি বলছি এর কিছু অলৌকিক দিক।

1. বৈজ্ঞানিক তথ্য:

এটিতে আজকের অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য রয়েছে উদাহরণস্বরূপ:

• ভ্রূণবিদ্যা (কোরআন 23:12-14)

বিগ ব্যাং থিওরি ("অবিশ্বাসীরা কি দেখতে পায় না যে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এক একত্রিত টুকরো হিসাবে ছিল, তারপর আমরা তাদের বিভক্ত করেছি?"(21:30))

• সম্প্রসারিত মহাবিশ্ব

• পাহাড় নির্মাণ

• ত্বকে জ্বালাপোড়ার জন্য ব্যথা রিসেপ্টর

• তারার অবস্থান।

• পানি চক্র

— এছাড়াও, এটি এমন কোন একক বিবৃতি ধারণ করে না যা প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিরোধিতা করে।

2. মুহাম্মাদ সা: ছিলেন অশিক্ষিত:

বইটি এমন একজনকে দেওয়া হয়েছিল যে পড়তে বা লিখতে পারে না (আমরা কীভাবে জানব? কারণ কুরআনে তাই বলে এবং তার শত্রুরাও এ বিষয়ে একমত ছিল)।

3.এটি অপরিবর্তিত রয়েছে:

1400 বছর ধরে বইটি অপরিবর্তিত রয়েছে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে নিজের চোখে দেখুন। "আমরাই যিকির (কুরআন)নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমরা তা সংরক্ষণ করব"(কুরআন 15:9)

4.মনে রাখা সহজ:

বইটি মনে রাখা সহজ, লক্ষ লক্ষ মানুষ সারা বিশ্বে এটি মুখস্থ করছে যদিও এটি একটি পেপারব্যাকের আকারের। মনে রাখা সহজ"(কুরআন 44:58)।

5. কোন বৈপরীত্য নেই এতে:

কোরানে কোন পরস্পরিরোধী বক্তব্য নেই, যদিও এটি 23 বছর ধরে নাজিল হয়েছিল। "তারা কি কোরান নিয়ে চিন্তা করে না, এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে আসত, তবে তারা অবশ্যই এতে অনেক বৈপরীত্য খুঁজে পেত"(4:82)

6. একটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে:

ঈশ্বর বলেছেন যে সমস্ত মানবজাতি এবং জিন- প্রজাতি (অর্থাৎ আত্মা) একত্রিত হলে তারা এর মতো একটি বই তৈরি করতে পারে না। কোরানের অন্য একটি অংশে, ঈশ্বর বলেছেন যে তারা এর মতো একটি সূরাও তৈরি করতে পারেনি। সবচেয়ে ছোট সূরাটি মাত্র তিনটি বাক্য। অতএব, ঈশ্বর আমাদের বলছে যে, কেউ কুরআনের মতো তিনটি বাক্যও তৈরি করতে পারে না। এই চ্যালেঞ্জ 1400 বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে! "এর মত একটি সূরা তৈরি করুন"(কুরআন 10:38)

7. মানুষকে পরিবর্তন করে কুরআনের শব্দগুলো মানুষের জীবন পরিবর্তনে দারুণ প্রভাব ফেলে।

8. অনন্য শৈলী এটি আরবি ভাষায় লেখা হয়েছে। আরবী ভাষার শৈলী অনন্য এবং অনুলিপি করা যাবে না।

9. বৃহত্তম এবং দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম এটি বৃহত্তম ধর্ম 1.6 বিলিয়ন অনুসারী তৈরি করেছে এবং এটি সবচেয়ে দ্রুত উৎপন্ন করেছে ক্রমবর্ধমান ধর্ম।

আপনি কি এখন আমার সাথে একমত হবেন যে কুরআন আসলেই একটি অলৌকিক মুজিযা?

ফেলিক্স : হ্যাঁ এটা বেশ আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে →

আব্দুল্লাহ : আপনি যদি স্বীকার করেন যে কুরআন একটি অলৌকিক মুজিযা, তাহলে ইসা মাসীহ কে যেমন মুজেজার কারণে শিকার করতে হবে তেমনি কুরআনের মূজেজার কারণে এটাও স্বীকার করতে হবে যে মুহাম্মাদ সা: সত্য ছিলেন তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর নবী।

ফেলিক্স : জ্বী দাদা বিষয়টা তো এখন আমার কাছে বেশ চিন্তার বিষয় বলে মনে হচ্ছে। আমি অবশ্যই এই বিষয়ে চিন্তা করবো।

আব্দুল্লাহ : দাদা আপনার কথাটা শুনে সত্যিই ভালো লাগলো। তাই দাদা আমার বলা কথাগুলো নিয়ে অবশ্যই অবশ্যই ভাববেন। আল্লাহ আপনার জন্য হিদায়াতের রাস্তা সহজ করুন।

**বিষয়: ট্রিনিটির পরিচয়**

এলেক্স: আসসালামু আলাইকুম দাদা।

আব্দুল্লাহ: ওয়া আলাইকুমুসসালাম মান ইত্তাবা আল হুদা দাদা।

এলেক্স: বহুদিন পর আপনার সাথে দেখা।

আব্দুল্লাহ : জী দাদা, ঠিক বলেছেন। আমি আপনার সাথেই দেখা করতে চাচ্ছিলাম। আল্লাহর রহমতে দেখা হয়ে গেল।

এলেক্স : তাই নাকি দাদা, তো চলুন বসে গল্প করি।

আব্দুল্লাহ : জী অবশ্যই। চলুন...

এলেক্স : তো বলুন দাদা,,, এত দিন পর কি করে মনে পরলো? কোনো বিশেষ কথা বলবেন কি?

আব্দুল্লাহ : খ্রিষ্টধর্মে ট্রিনিটি দ্বারা কি বুঝায় জানতে চাচ্ছিলাম।

এলেক্স : ট্রিনিটি দিয়ে বুঝায় পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা।

আব্দুল্লাহ : কিন্তু এরা তো পরস্পর আলাদা সত্তা। তাহলে কিভাবে সৃষ্টিকর্তা হতে পারে? কেননা আলাদা আলাদা সত্তার মন-মর্জি ও আলাদা হওয়াই স্বাভাবিক। তাই নয় কি?

এলেক্স : পিতা বলতে ৩ খোদার ১ খোদা ঈশ্বরের মূল সত্তাকে বুঝায়। পুত্র বলতে ঈশ্বরের কালাম গুনকে বুঝায় এবং পবিত্র আত্মা বলতে পিতা ও পুত্রের জীবন ও ভালোবাসার গুনকে বুঝানো হয়।

আব্দুল্লাহ : পিতা যদি মূল খোদা ও হয়। তবুও যীশু কি ত্রিত্ববাদের প্রচার করে গেছেন? আমি তো জানি আমাদের ইসা নবী ও পূর্বের নবীদের মতো এক উপাস্যে বিশ্বাস করার কথা বলে গেছেন।

রেফা৫: গসপেল অব জন, অধ্যায় ৫, অনু ৩০:

"আমি কিছুই নিজের ইচ্ছায় করতে পারি না; আমি শুনতে পাই এবং আমি বিচার করতে পাই; এবং আমার বিচার সত্যিকার কারণে সঠিক, কারণ আমি নিজের ইচ্ছা অনুসারে নয়, বরং আমি পিতার ইচ্ছা অনুসারে বিচার করি, যিনি আমাকে পাঠানো হয়েছে।" তিনি কখনো ট্রিনিটির কথা বলেননি।

এলেক্স: জী দাদা, মানে...আমি তো জানতাম আমাদের যীশু ই বলে গেছেন। হয়তো জানার ভুল ছিলো।

আব্দুল্লাহ: তাহলে এখন তো বুঝেছেন যে ট্রিনিটির কথা যীশু বলে যান নি। কালের বিবর্তনে এসেছে।

এলেক্স: জী দাদা, আমার আরো জানতে হবে এ সম্পর্কে।

আব্দুল্লাহ: জী দাদা ইনশআল্লাহ। আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথের জ্ঞান দান করুক। আমীন।

**বিষয় : ট্রিনিটির অসারতা**

আব্দুল্লাহ : আসসালামু আলাইকুম মান ইত্তাবা আল হুদা, ভাই।

মাইকেল : ওয়ালাইকুমুস সালাম ভাই।

আব্দুল্লাহ : ভাই আপনি তো খোদার তিন সত্তায় বিশ্বাস করেন,

আচ্ছা বলুন তো ভাই, ১+১+১ = ৩ হলে, ত্রিনিটিতে কিভাবে ১+১+১ = ১ কিভাবে হয়?

মাইকেল : ভাই.... ত্রিনিটি মানে হচ্ছে পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা। এই তিন সত্ত্বা মিলে এক।

আব্দুল্লাহ : ত্রিনিটি হলো খুদা-পূত্র-পরিকর্মা (পরমেশ্বর, ইসা, এবং পবিত্র আত্মা) এক খুদা মনে করা হয় এবং এদের মধ্যে একটি সুপ্রিম অস্তিত্ব হলেও এদের একে অপরের সাথে আদিরূপে মিশে নেই। ত্রিনিটি একটি দাবী বা ধার্মিক সিদ্ধান্ত এবং এটি ইসলামে মেনে নেওয়া হয় না।তাহলে, ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে, ত্রিনিটির তিন সত্ত্বা থেকে এক হওয়া সম্ভব নয়।একটা উদাহরণের মাধ্যমে দেখা যাক। ধরুন, ৩ জন জময ভাইয়ের ১ জন যদি কাউকে হত্যা করে, তাহলে কি ৩ জনকে শাস্তি দেওয়া সমীচীন?

মাইকেল : জ্বী না।

আব্দুল্লাহ : তাহলে কিভাবে আপনারা পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মাকে এক মনে করতে পারেন?

**বিষয় : বাইবেলে ট্রিনিটির প্রমাণ:**

আব্দুল্লাহ : আসসালামু আলাইকুম ভাই।

জন : ওয়া আলাইকুমুসসাম দাদা।

আব্দুল্লাহ : ভাই,যদি আপনি এখন ফ্রী থাকেন তাহলে কিছু কথা বলতে চাচ্ছিলাম।

জন : জী অবশ্যই। বলুন...

আব্দুল্লাহ : জী প্রাণের ভাই, কিছু দিন ধরে কিছু কথা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। তাই চিন্তা করলাম আপনার সাথে একটু শেয়ার করি। দেখুন ভাইজান আপনার আর আমার সাথে কত মিল। আমাদের আদি পিতা এক, আমাদের পয়গম্বরগণ ও এক। আমরা আর আপনারা আদম নবী থেকে শুরু করে ইসা নবী পর্যন্ত সবার উপরেই ইমান আনি। শুধু আমরা একজন নবীকে আপনাদের থেকে বেশি বিশ্বাস করি।

জন : জী দাদা। ঠিক বলেছেন।

আব্দুল্লাহ : কিন্তু দাদা,,, একটা জিনিস আমার বুঝে আসছে না। সব নবী তো একত্ববাদের মেসেজ দিয়ে গেছেন। তবুও আপনারা ত্রিত্ববাদে কেন বিশ্বাস করেন? আপনার কি আসলেই মনে হয় সৃষ্টি কর্তা একজন নয় তিনজন?

জন : আসলে দাদা..... এটা তো আমরা সাধারণ মানুষের বোঝার সাধ্য নেই। বাইবেলে আছে বলেই আমরা বিশ্বাস করি। যেমন আপনারা কুরআনে যা আছে তা বিনা সংকোচে বিশ্বাস করেন।

আব্দুল্লাহ : কিন্তু দাদা, আমি তো বাইবেল নিয়ে স্টাডি করেছি। আমি জেনেছি বাইবেলে এর কোনো প্রমাণ নেই।

জন : কি যে বলেন দাদা,,,বাইবেলে না থাকলে কি আর খ্রিস্টানরা ট্রিনিটিতে বিশ্বাস করতো। অবশ্যই আছে।

আব্দুল্লাহ : না দাদা। আমি অনেক খুঁজেছি। বিভিন্ন লেকচার ও শুনেছি। আপনি চাইলে খুঁজে দেখতে পারেন। বাইবেলে শুধু ১ টা অনুচ্ছেদে পাবেন,

পুরাতন সংস্করে ১ম এপিস্টেল অব জন, অধ্যায়: ৫, অনুচ্ছেদ: ৭

"কারণ আকাশে তিনটি আছে যার সাক্ষাৎ হয়, পিতা, কথা, এবং পবিত্র আত্মা; এবং এই তিনটি একই."

তবে নতুন সংস্করে ৩২ জন উচ্চপদস্থ বিশেষজ্ঞরা বাদ দিয়ে দিয়েছেন। ৫০ টি খ্রিস্টান সমগোষ্ঠী তা আবার সমর্থন করেছে।

তাছাড়া যিশু খ্রীষ্ট কি কখনো ট্রিনিটির কথা বলেছেন? কখনো বলেন নি।

-রেফা:1 গসপেল অব জন, অধ্যায় ১৪, অনু: ২৮। আমার পিতা আমার চেয়ে মহান।

-রেফা ২: গসপেল অব জন, অধ্যায় ১০, অনু ২৯:

"আমার পিতা, যারা তাদের আমাকে দিয়েছেন, তারা সবচেয়ে বড়, এবং কেউ তাদের হাত থেকে বাইরে তুলতে পারে না।"

-রেফা ৩: গসপেল অব ম্যাথিও, অধ্যায় ১২, অনু ২৮:

আমি ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে শয়তানকে তাড়াই।

-রেফা ৪: গসপেল অব লুক, অধ্যায় ১১, অনু ২০।

"কিন্তু যদি আমি ঈশ্বরের উঁচু দিয়ে অসুর বাইরে বহু হেঁটে দেই, তাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্য এসে গিয়েছে অনুভূত হবে।"।

-রেফা ৫: গসপেল অব জন, অধ্যায় ৫, অনু ৩০:

"আমি কিছুই নিজের ইচ্ছায় করতে পারি না; আমি শুনতে পাই এবং আমি বিচার করতে পাই; এবং আমার বিচার সত্যিকার কারণে সঠিক, কারণ আমি নিজের ইচ্ছা অনুসারে নয়, বরং আমি পিতার ইচ্ছা অনুসারে বিচার করি, যিনি আমাকে পাঠানো হয়েছে।"তিনি কখনো ত্রিনিটি বলেননি।

যীশুকে প্রশ্ন করা হয়, প্রথম নির্দেশ কি?

-রেফা: গসপেল অব মার্ক, অধ্যায় ১২, অনু: ২৯।

তিনি বলেন,প্রভু আমাদের প্রভু। তিনি কেবলমাত্র একজন।

খ্রীস্টান চার্চ কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, পিতা ১ জন ব্যক্তি, পুত্র একজন ব্যক্তি এবং পবিত্র আত্মা ১ জন ব্যক্তি। কিন্তু ৩জন ব্যক্তি নয়। তারা ১ জন।

তাহলে এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যীশু ও আমাদের একত্ববাদেরই দাওয়াত দিয়ে গেছেন। কিন্তু খ্রিস্টানরা বাইবেলের কথা-ই বিকৃত করে ফেলেছে। যার কারণে ত্রিত্ববাদ এর গোজামিল দিচ্ছে।

জন : তাই নাকি দাদা! আমি তো অন্ধভাবে বিশ্বাস করেছি। পড়াশুনা করার প্রয়োজন ও মনে করিনি।

আব্দুল্লাহ : যা-ই হোক দাদা। আমার আপনাদের কথা ভেবে খুব খারাপ লাগে। আমরা একই পিতার সন্তান। কিন্তু আজ আমাদের মধ্যে কত বিভক্তি। আমি চাই আপনি সঠিক পথ সম্পর্কে জানুন।

জন : জী অবশ্যই দাদা, আমার জন্য প্রার্থনা করবেন।

**বিষয় : যীশুকে কি ক্রুশবিদ্ধ করা হয়?**

আব্দুল্লাহ: আমি জানতে চাই যীশুর ক্রুসিফাই হয়েছে এটা কি আপনি বিশ্বাস করেন।
রোমিও: জী করি।

আব্দুল্লাহ: কিন্তু আপনি কি জানেন কুরআনে কি বলা আছে? কুরআনে সুরা নিসার ১৫৭ ও ১৫৮ নং আয়াত এ বলা আছে,

এবং তাদের এ কথার কারণে যে, আমরা আল্লাহর রাসূল মারইয়াম পুত্র ঈসা মাসীহকে হত্যা করেছি। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং তাকে শূলেও চড়ায়নি। বরং তাদেরকে ধাঁধায় ফেলা হয়েছিল। আর নিশ্চয় যারা তাতে মতবিরোধ করেছিল, অবশ্যই তারা তার ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে ছিল। ধারণার অনুসরণ ছাড়া এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই। আর এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি।বরং আল্লাহ তাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন, আর আল্লাহ হলেন মহাপরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞানী।"
বাইবেল দিয়ে [গস্পেল অব ম্যাথিও ১২: ৩৮-৪০]

ইহুদীরা যখন যীশুর কাছে অলৌকিক কিছু দেখতে চাইলো তখন যীশু নবী ইউনুস এর উদাহরণ দিয়ে এক কথায় সব বুঝিয়ে দিয়েছেন।

বাইবেলে বলা হয়েছে:

এরপর কয়েকজন ফরীশী ও ব্যবস্থার শিক্ষক যীশুর কাছে এসে বললেন, হে গুরু, আমরা আপনার কাছ থেকে কোন চিহ্ন বা অলৌকিক কাজ দেখতে চাই।

যীশু তাদের বললেন, এ যুগের দুষ্ট ও পাপী লোকেরা চিহ্নের খোঁজ করে; কিন্তু ভাববাদী য়োনার চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্নইতাদের দেখান হবে না।

য়োনা য়েমন সেইবিরাট মাছের পেটে তিন দিন তিন রাত ছিলেন, তেমন ঈশ্বরের পুত্র তিন দিন তিন রাত পৃথিবীর অন্তঃস্থলে কাটাবেন।

ক্রুসিফাই অর্থ: কাউকে বেধে রেখে মৃত্যুদন্ড দেয়া(অক্সফোর্ড)। রিসারেকশন এর অর্থ পুনরজীবিত হওয়া। ( অক্সফোর্ড) ।

বাইবেলে বলা হয়েছে: গস্পেল অব ম্যাথিও ১৯: ১৬-১৭

সেন্ট পল আইনগুলোকে ঠুকে দেন ক্রস এর সাথে। কোলোসিয়ানস: ২:১৪

নিউ টেস্টামেন্ট ১ম কোরিনথিয়ানস ১৫:১৪

সেনটপল ১ম কোরিন্থিয়ান্স ১৫: ৪২-

ঈশ্বর বলেছেন- গস্পেল অব লুক ২০:২৭-৩৬ বাকারা: ১১১ আর তারা বলে, ইয়াহূদী কিংবা নাসারা ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এটা তাদের মিথ্যা আশা। বল, তোমরা তোমাদের প্রমাণ নিয়ে আস, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। আল-বায়ান

## বিষয় : বাইবেলে মুহাম্মাদ (স:)

উমার : আসসালামু আ'লা মানিত্তাবাল হুদা। ভাই ভালো আছেন?

জ্যাক : জ্বী ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন?

উমার : আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। আচ্ছা ভাই আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?

জ্যাক : হ্যাঁ করেন।

উমার : আচ্ছা ইসলাম সম্পর্কে আপনার কোন জানাশুনা আছে ভাই?

জ্যাক : যতটুকু জানি আপনাদের মুহাম্মাদ নামে একজন নবী আছে যিনি এই ধর্মের প্রবর্তক।

উমার : ভাই আপনি কি একটা মজার বিষয় জানেন যে, উনি (স:) শুধু আমাদের মুসলিমদের নবী না, উনি পৃথিবীর সমস্ত মানুষের নবী? মানে আপনাদের, আমাদের, আরো যত ধর্মের মানুষ আছেন সবার নবী।

জ্যাক : উনি আমাদের নবী কেন হবে? আমরা তো খ্রিষ্টান। মুহাম্মাদ তো মুসলিমদের নবী। তাছাড়া উনিই তো ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক। আমাদের নবী কিভাবে হবেন?

উমার : এটাই তো আমাদের মাঝে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে ভাই। আসলে আমরা বেশিরভাগ  মুসলিমরাও এটাই মনে করি যে মুহাম্মাদ (স:) শুধু আমাদের নবী। আসলে বিষয়টা কিন্তু সত্যি না। আমি আপনাকে বলছি। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুর'আনে সূরা আল- আরাফ এর ১৫৮ নাম্বার আয়াতে মুহাম্মাদ (স:) সম্পর্কে বলেছেন,

قُلۡ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىۡ رَسُوۡلُ اللّٰهِ اِلَيۡكُمۡ جَمِيۡعًا الَّذِىۡ لَهٗ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحۡىٖ وَ يُمِيۡتُ ۪ فَاٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهِ النَّبِىِّ الۡاُمِّىِّ الَّذِىۡ يُؤۡمِنُ بِاللّٰهِ وَ كَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوۡهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُوۡنَ

অর্থাৎ - বলুন, হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই; তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। কাজেই তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তার রাসূল উম্মী নবীর প্রতি যিনি আল্লাহ ও তার বাণীসমূহে ঈমান রাখেন। আর তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও। ভাই আপনি কি জানেন মুহাম্মাদ (স:) এর কথা যে আপনাদের বাইবেলেও বলা আছে?

জ্যাক : কি বলছেন আপনি? মুহাম্মাদের কথা আমাদের বাইবেলে আছে??!!! আপনি যা বলছেন তার প্রমাণ দিতে পারবেন?

উমার : অবশ্যই ভাই। কেন পারবো না??!!! বাইবেলের Gospel of John : Chapter 16 - verse 12-14 এ বলা আছে 12 ‘তোমাদের বলবার মতো আমার এখনও অনেক কথা আছে; কিন্তু সেগুলো তোমাদের গ্রহণ করার পক্ষে এখন অতিরিক্ত হয়ে যাবে।

13 সত্যের আত্মা যখন আসবেন, তখন তিনি সকল সত্যের মধ্যে তোমাদের পরিচালিত করবেন। তিনি নিজে থেকে কিছু বলেন না, কিন্তু তিনি যা শোনেন তাই বলেন, আর আগামী দিনে কি ঘটতে চলেছে তা তিনি তোমাদের কাছে বলবেন।

14 তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন, কারণ আমি যা বলি তাই তিনি গ্রহণ করবেন এবং তোমাদের তা বলবেন।

এখানে ভাই সত্যের আত্মা বলতে শেষ নবী মুহাম্মাদ (স:) কেই বুঝানো হয়েছে। কেননা বলা হয়েছে উনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন। আপনি কি জানেন কুর'আনে

৪৬ বার ঈসা (আ:) এর কথা উল্লেখ রয়েছে। এমনকি আল্লাহ ঈসা (আ:) এর মাতার নামে অর্থাৎ মারঈয়াম (আ:) যাকে আপনারা মেরি নামে ডাকেন, তার নামে একটি সম্পূর্ণ সূরা নাযিল করেছেন। অর্থাৎ উনার করা এই ভবিষ্যৎবাণী শেষ নবী মুহাম্মাদ (স:) এর সাথেই মিলে যাচ্ছে। আর ঈসা (আ:) তো বলেছেন যে উনি সত্যের পথে পরিচালিত করবেন এবং নিজে থেকে বানিয়েও কিছু বলবেন না। তাহলে সব মিলিয়ে তো এটাই বুঝা যাচ্ছে যে উনি শুধু আমাদের না, সকল মানুষেরই নবী করেই আল্লাহ উনাকে পাঠিয়েছেন। আচ্ছা আপনাকে আরো প্রমাণ দেই। আপনাদের Book of Deuteronomy : Chapter 18 - verse 18-19 এ বলা আছে - 18 আমি তাদের কাছে তোমার মতোই একজন ভাববাদী পাঠাব। এই ভাববাদী তাদের লোকদের মধ্যেই একজন হবে। সে য়ে কথা অবশ্যই বলবে সেটা আমি তাকে বলে দেব। আমি যা আদেশ করি তার সমস্ত কিছু সে লোকদের বলবে।

19 এই ভাববাদী আমার জন্যই বলবে এবং যখন সে কথা বলবে, যদি কোন ব্যক্তি আমার আদেশ না শোনে তাহলে আমি সেই ব্যক্তিকে শাস্তি দেব। এখানে ঈসা (আ:) এর পরেও যে আরেকজন নবী আসবেন সেটা সুস্পষ্ট ভাই। তাছাড়া Book of Isaiah : Chapter 29 - verse 12 এ বলা আছে, অথবা তুমি কাউকে বইটি দিতে পার, যে পড়তে পারে না। সেই লোকটিকে পড়তে বললে সে বলবে, “আমি এই বই পড়তে পারব না, কারণ কি ভাবে বইটি পড়তে হয় তা আমার জানা নেই। ঠিক এই কথাটিই মুহাম্মাদ (স:) বলেছিলেন জীব্রাঈল (আ:) কে, যখন উনাকে বলা হয়েছিল "তুমি পড়"। ভাই আশা করি আমি আপনাকে বুঝাতে পেরেছি মুহাম্মাদ (স:) শুধু আমাদের নবী নন, আল্লাহ উনাকে (স:) পৃথিবীর সমস্ত পথভোলা মানুষকে সঠিক পথের দিশার জন্য পাঠিয়েছেন এবং উনার আগমন বার্তা যুগ যুগ ধরে যত কিতাব আল্লাহ নাযিল করেছেন সেগুলোতে উল্লেখ করেছেন যেন তাদের সত্য নবীকে চিনতে অসুবিধা না হয়। আশা করি ভাই আপনি ও ভুল করবেন না। অনেক কথা বললাম ভাই, ভুল হলে মাফ করে দিয়েন। আর আমার বলা কথা এবং প্রমাণগুলো নিয়ে একটু চিন্তা করিয়েন ভাই। দুনিয়ার জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী আখিরাতের তুলনায়। তাই কি মানছি, কেন মানছি,

কিভাবে মানছি এগুলো নিয়ে ভাবার জন্য একটু সময়তো বের করতেই হবে ভাই। ভালো থাকবেন। আল্লাহ আপনাকে হিদায়াত দিন।

জ্যাক : আচ্ছা ভাই। আমি আসলে এই বিষয়ে আগে কখনোই শুনি নি। আজই প্রথম শুনলাম। অবশ্যই আমি এটা নিয়ে ভাববো। আপনাকে ও অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর করে বলার জন্য।

## বিষয় : বাইবেলে রবের পরিচয়

উমার : আসসালামু আ'লা মানিত্তাবাল হুদা। কি বন্ধু ভালো আছো?

জ্যাক : হ্যাঁ আছি ভালোই। তোমার কি খবর?

উমার : আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালোই আছি। আচ্ছা বন্ধু একটা প্রশ্ন ছিল।

জ্যাক : হ্যাঁ হ্যাঁ বলো কি জানতে চাও। তোমার সাথে দেখা হওয়া মানেই তো তুমি প্রশ্নের ঝুড়ি খুলে বসবে।

উমার : হা হা। তুমি তো জানোই, আমার বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করা পছন্দ। তাই তো তোমাকে তোমাদের ধর্ম বিষয়ক প্রশ্ন করি। আচ্ছা তোমাদের বাইবেলে তো একত্ববাদের কথাই বলা হয়েছে। সব নবীদের মত ঈসা (আ:) মানে যীশু ও তো একত্ববাদের দাওয়াত দিয়েছেন। তাহলে তোমরা উনার দেখানো পথ বাদ দিয়ে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস কেন করো?

জ্যাক : আরে তুমি বুঝতেছো না। তিন মানে তো তিন না, তিন মিলিয়েই এক।

উমার : তিন মিলিয়ে এক কিভাবে হয়? বাইবেলে এই বিষয়ে কি বলা হয়েছে বলতে পারবে?

জ্যাক : এভাবে রেফারেন্স দিয়ে তো বলতে পারবো না। আমরা এটাই শুনেছি এবং এভাবেই বিশ্বাস করি।

উমার : তাহলে আমি যদি তোমাকে বলি তোমাদের বাইবেলে ত্রিত্ববাদ না, বরং ইশ্বরের একটি স্বত্তার কথাই বলা হয়েছে।

জ্যাক : মানে???

উমার : হ্যাঁ ভাই, আমি বলি তুমি একটু মনযোগ দিয়ে শুনো। মার্কের ১২ নাম্বার অধ্যায়ের ভার্স ২৯ এ বলা হয়েছে যীশু উত্তর দিলেন, সর্বপ্রধান আজ্ঞা হল এই, 'শোন হে ইসরায়েল, আমাদের প্রভু পরমেশ্বরই একমাত্র প্রভু। তারপর গসপেল অব ম্যাথিউ এর ৪ নাম্বার অধ্যায়ের ভার্স ১০ এ বলা আছে, তখন যীশু তাকে বললেন, 'দূর হও শয়তান! কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে,'তোমরা অবশ্যই প্রভু ঈশ্বরেরই উপাসনা করবে, একমাত্র তাঁরই সেবা করবে। তারপর ইশাইয়ার ৪৪ নাম্বার অধ্যায়ের ৬-৮ নাম্বার ভার্সে বলা আছে, ৬. সদাপ্রভু যিনি ইস্রায়েলের রাজা এবং মুক্তিদাতা, বাহিনীগণের সর্বশক্তিমান প্রভু এই কথা বলেন, আমিই প্রথম এবং আমিই শেষ; আমি ছাড়া কোন ঈশ্বর নেই। ৭. তাহলে আমার মত কে? সে এটা ঘোষণা করুক। আমি আমার প্রাচীন লোকেদের প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে কী ঘটেছিল এবং এখনও যা আসতে চলেছে- হ্যাঁ, তারা কী ঘটবে তা ভবিষ্যদ্বাণী করুক। ৮. ভয় পেয়ো না। আমি কি অনেক আগেই এটা ঘোষণা করিনি এবং ভবিষ্যদ্বাণী করিনি? তোমরা আমার সাক্ষী। আমি ব্যতীত কোন ঈশ্বর আছে কি? না, অন্য কোন রক নেই; আমি একটাও জানি না।" এবং তিমথীয় এর ৪ নাম্বার অধ্যায়ের ১৬ নাম্বার ভার্সে বলা আছে, যিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী এবং অগম্য জ্যোতির মধ্যে বাস করেন, যাকে কেউ কোন দিন দেখতে পায় নি, পাবেও না। সম্মান ও অনন্ত পরাক্রম ও কর্তৃত্ব যুগে যুগে তাঁরই হোক। আমিন। দেখলে এসব রেফারেন্স থেকে তোমার কি মনে হয় ইশ্বরের তিনটা সত্ত্বা আছে?? আর সবথেকে মজার বিষয় কি জানো, তোমার যে এই ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করো এই শব্দটা বাইবেলের কোথাও একবারের জন্যও উল্লেখ নেই।

জ্যাক : তাহলে আমরা ইশ্বরের তিন সত্ত্বাতে বিশ্বাস করি কেন?

উমার : দেখো বন্ধু তোমাকে আমি আগেও বলেছি তোমরা এখন যে বাইবেলকে যীশুর ইঞ্জিল মনে করো সেটা আসলে যীশুর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সেই ইঞ্জিল না। এখানে অনেক কিছুই মানুষের মনগড়া জিনিস নতুন করে সংযোজন করা হয়েছে।

ইশ্বরের এক সত্ত্বার মধ্যেই উনার সমস্ত গুণাবলী বিদ্যমান। এক ইশ্বর হতে তিনটা আলাদা আলাদা সত্ত্বার কোন প্রয়োজন নেই।

জ্যাক : তুমি ঠিকই বলেছো। আসলেই তো যে ইশ্বর তার আলাদা আলাদা সত্ত্বার সমন্বয়ের কি প্রয়োজন..!!!

উমার : হুম সেটাই। তুমি এসব নিয়ে একটু ভাবো। প্রয়োজনে পড়াশোনা করো। ইউটিউবে ডাক্তার জাকির নায়েকের অনেক সুন্দর আলোচনা আছে এসব নিয়ে সেগুলো দেখতে পারো। আমি চাই তুমি সঠিক পথের অনুসারী হও। আল্লাহ তোমার সহায় হোন। আজকে আসি বন্ধু। আবার কথা হবে ইন-শা-আল্লাহ। আল্লাহ তোমাকে ভালো রাখুন।জ্যাক : আচ্ছা বন্ধু ঠিক আছে। আর অনেক ধন্যবাদ আমাকে এত সুন্দর একটা বিষয় এত সহজভাবে বুঝানোর জন্য। আমি অবশ্যই এই বিষয়ে পড়াশোনা করবো। তুমিও ভালো থেকো।

**বিষয় : কুর'আনে রবের পরিচয়**

উমার : আসসালামু আ'লা মানিত্তাবাআল হুদা। ভালো আছো?

জ্যাক : হ্যাঁ ভালো আছি। তুমি কেমন আছো?

উমার : আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ অনেক ভালো রেখেছেন। কয়েকদিন থেকে একটা জিনিস ভাবছি ভাই।

জ্যাক : কি ভাবছেন?

উমার : ভাবছি যে, এক দেশে যদি দুইজন প্রধানমন্ত্রী থাকতো তাহলে কত ভালো হত। দুইজন ভাগ করে কাজ করলে দেশের উন্নতি বহুগুণ বেড়ে যেত। কি বলেন?

জ্যাক : এটা কি বললেন ভাই...!!!!! এরকম হয় নাকি? এরকম হলে উন্নতি তো হবেই না বরং এখন যতটা না বিশৃঙ্খলা হচ্ছে তার থেকেও বেশি হবে।

উমার : কেন ভাই?

জ্যাক : আরে ভাই এক বনে দুই সিংহ একসাথে শাসন করতে পারে কি? দুইজন প্রধানমন্ত্রী হলে তো সবাই সবার নিজের মতামত অনুযায়ী কাজ করতে চাইবে। দেখা যাবে উনারা সব বিষয়ে একমত হতে পারছেন না, তাই সমস্যা আরো বাড়বে।

উমার : হুম কথাটা খারাপ বলেন নি অবশ্য। আচ্ছা ভাই আপনারা যে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করেন তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব??

জ্যাক : আরে ভাই আপনি ভুল বুঝেছেন। আসলে এখানে পিতা বলতে ৩ খোদার ১ খোদা ঈশ্বরের মূল সত্তাকে বুঝায়। পুত্র বলতে ঈশ্বরের কালাম গুনকে বুঝায় এবং পবিত্র আত্মা বলতে পিতা ও পুত্রের জীবন ও ভালোবাসার গুনকে বুঝানো হয়।

উমার : কিন্তু ভাই আপনার কথামত মূল খোদা তো একজনই হলো। আর ভাই খোদার তো গুণের অভাব নেই তাহলে শুধু এই কালাম গুণ আর জীবন ও ভালোবাসার গুণকেই কেন আলাদা সত্ত্বা হিসেবে খোদার সাথে অংশীদার করতে হবে?

জ্যাক : ভাই এভাবে তো আসলে কখনো ভাবি নি।

উমার : ভাই ভাবতে হবে। আমার ছেলে যদি আমাকে বাবা না ডেকে অন্য কাউকে বাবা ডাকে তাহলে সেটা কি আমি মেনে নিব? আমরা সাধারণ সৃষ্টি হয়েই আমাদের সাথে কারো শরীক করা মেনে নেই না, সেখানে সৃষ্টিকর্তা হয়ে আল্লাহ কিভাবে এরকম সত্ত্বাকে নিজের শরীক বানাবেন বলেন তো?? কুর'আনে সৃষ্টিকর্তার একত্ববাদের অনেক সুন্দর বর্ণনা আছে জানেন?

জ্যাক : কি বর্ণনা?

উমার : কুর'আনের সূরা ইখলাস পুরোটাই আল্লাহর পরিচয় বহন করে।

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ - وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

অর্থ : (হে রাসুল! আপনি) বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। আর তার সমতুল্য কেউ নেই।

তারপর সুরাহ্ বাকারার ২৫৫ নাম্বার আয়াতে বলা আছে,

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ مَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَ لَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তার।

সুরা আনআমের ১০১ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে,

بَدِیۡعُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ اَنّٰی یَکُوۡنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّ لَمۡ تَکُنۡ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَ خَلَقَ کُلَّ شَیۡءٍ ۚ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیۡءٍ عَلِیۡمٌ

অর্থ : তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা। কিভাবে তার সন্তান হবে অথচ তার কোন সঙ্গিনী নেই! আর তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারে সর্বজ্ঞ।

আবার সুরা আনআমের ১০৩ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে,

لَا تُدۡرِکُهُ الۡاَبۡصَارُ ۫ وَ هُوَ یُدۡرِکُ الۡاَبۡصَارَ ۚ وَ هُوَ اللَّطِیۡفُ الۡخَبِیۡرُ

অর্থ : দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না, অথচ তিনি সকল দৃষ্টিকে আয়ত্ব করেন এবং তিনি সূক্ষ্মদশী, সম্যক অবহিত।

আবার সুরা আশ-শুরার ১১ নাম্বার আয়াতে বলা আছে,

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ جَعَلَ لَکُمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِکُمۡ اَزۡوَاجًا وَّ مِنَ الۡاَنۡعَامِ اَزۡوَاجًا ۚ یَذۡرَؤُکُمۡ فِیۡهِ ؕ لَیۡسَ کَمِثۡلِهٖ شَیۡءٌ ۚ وَ هُوَ السَّمِیۡعُ الۡبَصِیۡرُ

অর্থ : তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং গৃহপালিত জন্তুর মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন জোড়া। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

দেখেছেন ভাই কুর'আনে খোদার কত সুন্দরভাবে সংজ্ঞা দেয়া আছে। আপনিই বলেন, সৃষ্টি আর স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য কি কখনো এক হতে পারে? ভাই আমাদের সবার রব একজনই। যুগযুগ ধরে সমস্ত নবী রাসূলগণ আল্লাহর এই একত্ববাদের দাওয়াতই দিয়ে গেছেন। যীশুও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। উনিও আল্লাহর একজন নবীই ছিলেন যেভাবে ছিলেন মূসা, ইবরাহিম (আ:)এবং মুহাম্মাদ (স:)। আর উনিও রবের একত্ববাদের দাওয়াতই দিয়ে গেছেন ভাই।

জ্যাক : আসলে ভাই এই বিষয়টা নিয়ে এত গভীরভাবে কখনো ভেবে দেখি নি। এটা নিয়ে আসলেই চিন্তা করার প্রয়োজন আছে।

উমার : জ্বী ভাই, আপনি বিষয়টা হালকা ভাবে না নিয়ে একটু ভাবুন। দরকার হলে প্রয়োজনীয় পড়াশুনা করুন। আল্লাহ আপনার জন্য হিদায়াতের রাস্তা সহজ করুন। আজকে তাহলে আসি ভাই

জ্যাক : আচ্ছা ভাই। আপনাকে ধন্যবাদ আমাকে এত সুন্দর করে বুঝানোর জন্য। ভালো থাকবেন।

উমার : জ্বী ভাই ইন-শা-আল্লাহ। আল্লাহ আপনাকেও ভালো রাখুন।

## উপসংহার

✓ যীশু খ্রীষ্ট, পুরানো নবীদের একই বার্তায় তাঁর লোকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

✓ হযরত মুহাম্মদ যীশু খ্রীষ্টের একই বার্তা নিয়ে এসেছিলেন।

✓ যীশু খ্রিস্ট তাঁর প্রস্থানের আগে তাঁর অনুসারীদেরকে শেষ নবী মুহাম্মদ সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন, যিনি তাঁর পরে আসবেন এবং তাদের তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

✓ যীশুর এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পরের প্রজন্মের মধ্যে, তাঁর শিক্ষাগুলি বিকৃত হয়েছিল।

✓ ছয় শতাব্দী পরে, যীশুর আইনগুলি তাদের বিশুদ্ধ এবং চূড়ান্ত আকারে (ইসলাম) পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল।

✓ বর্তমান প্রচলিত খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাসের সঙ্গে যিশুখ্রিস্টের কোন সম্পর্ক নেই

✓ ইসলাম সমগ্র মানবজাতির মুক্তির ধর্ম, সমস্ত নবী রাসূল মুসলিম ছিলেন।

✓ কুরআন ব্যাতিত পূর্বের সমস্ত ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থ বিকৃত হয়ে গেছে।

✓ আল্লাহ সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ কুরআনে কারীমকে সকল মানুষের জন্যে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে নাযিল করেছেন।

---

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111572125/